ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-168 ■ 19 March, 2026 ■ আগরতলা ১৯ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৪ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১৩ এপ্রিলের পরিবর্তে এডিসির ভোট ১২ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। টিটিএএডিসি নির্বাচনের ভোটগ্রহণের নতুন তারিখ নির্ধারণ হয়েছে ১২ এপ্রিল, ২০২৬। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার গত ১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে টিটিএ-এডিসি'র ভোট গ্রহণের তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের গরিয়া পূজা, বিজু, বুইসু উৎসব থাকায় মন্ত্রী, বিধায়কগণ, রাজনৈতিক দলসমূহ সহ বিভিন্ন এনজিও কমিশনকে নির্বাচনের তারিখ পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছে। টিটিএএডিসি-র অনেক এলাকাতেই এই উৎসবগুলি জনপ্রিয়ভাবে পালিত হয়। যেহেতু কমিশন নির্বাচনে সকল সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায়, তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থানীয় প্রথাগত উৎসব পালিত হয় এমন তারিখ এড়িয়ে চলাকেই সঠিক বলে মনে করছে কমিশন।

এছাড়াও, ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অবশেষে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ১৩ এপ্রিল, ২০২৬-এর পরিবর্তে ১২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ভোটগ্রহণের তারিখ পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। সকল দিক বিবেচনা করে, আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনের নতুন ভোটগ্রহণের তারিখ এখন ১২ এপ্রিল, ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বাকি সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা

রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন ১১ শতাংশের কাছাকাছি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। সুশাসন, উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণমূলক কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন থেকে ১০ থেকে ১১ শতাংশের কাছাকাছি। যেখানে জাতীয় গড় ৭.৪। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে রাজ্যপালের ভাষণে।

বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তব্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, গত ১৩ মার্চ বাজেট অধিবেশনের শুরুতে দীর্ঘ সময় রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

বিধানসভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জানাতে পেরে আমি নিজেকে আনন্দিত বোধ করছি। এর পাশাপাশি আমি মাননীয় রাজ্যপালকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। উনার ভাষণে তিনি যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় তুলে ধরেছেন সেটা এরআগে প্রত্যক্ষ হয়নি। তাঁর ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, সরকারের বিভিন্ন কল্যাণ মূলক উদ্যোগ এবং আমরা আগামী দিনে কি করতে যাচ্ছি সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত দিশায় আত্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গও ভাষণে উল্লেখ করেছেন রাজ্যপাল। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪৭ এ বিকশিত ভারত এর কথা বলছি আমরা। ত্রিপুরা সরকারও বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর রোডম্যাপ তৈরি করেছে। কারণ প্রতিটি রাজ্য বিকশিত হলেই ভারত একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। রাজ্যপালের ভাষণে সেই বিষয়টি উঠে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশ যেভাবে অগ্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে তার সাথে টাল মিলিয়ে ত্রিপুরাও উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে। যেটা উঠে এসেছে রাজ্যপালের সাম্প্রতিক ভাষণে। আমাদের সরকার সুশাসন, উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণমূলক কাজগুলিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক দেশ এক নির্বাচন

জেপিসির মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ ।। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র মেয়াদ ২০২৬ সালের সংসদের বর্ষা অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব বুধবার কণ্ঠভোটে অনুমোদন করল লোকসভা। এর ফলে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে ভোট করানোর লক্ষ্যে আনা বিলদুটি নিয়ে কমিটিকে সুপারিশ চূড়ান্ত করার জন্য আরও সময় দেওয়া হল।

বিজেপি সাংসদ তথা ৩৯ সদস্যের জেপিসির চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরী লোকসভায় এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিরোধিতা ছাড়াই কণ্ঠভোটে তা গৃহীত হয়। এতে বোঝা যায়, বিষয়টির বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কমিটিকে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার প্রশ্নে অন্তত প্রক্রিয়াগত স্তরে ঐকমত্য রয়েছে।

এই সময়সীমা বৃদ্ধির আওতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে আগামী জুন মাসে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। প্রায় এক দশক পর আগামী জুন মাসের শেষ সপ্তাহে টিটিএএডিসি-এর অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানী ছিল।

সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় সম্মতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা জানান, সুপ্রিম কোর্টের কোর্ট নং ১৪-তে দুটি বিষয় শুনানির জন্য বিচারপতি মনোজ মিশরা এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চে ওঠে। একটি বিষয় ছিল দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং অন্যটি ছিল টিটিএএডিসি-র বিভিন্ন বিল, যা এখনও রাজ্য সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আজ আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানী ছিল। সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় সম্মতি দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট।

সেখানে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। বিষয়টি পুনরায় শুনানির জন্য আগামী ২০ মে ধার্য করা হয়েছে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, টিটিএএডিসি-র বকেয়া বিল সংক্রান্ত মামলায় আদালত রিট পিটিশন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, এই রায়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা সামাজিক মাধ্যমে বলেন, দশ বছর পর জুন মাসে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের তিপ্রাসা জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করায় সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

বিধানসভা অভিযান ঘিরে বাম নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। কৃষক, জুমিয়া, ক্ষেতমজুরদের ১২ দফা দাবিতে বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল সারা ভারত কৃষক সভা, গণমুক্তি পরিষদ ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বরা। এদিন সংগঠনের কার্যকতারা মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশ্য রওয়না দিয়েছিলেন। কিন্তু মিছিল বিধানসভা অভিমুখে এগোতে গেলে পুলিশ তা আটকানোর চেষ্টা করে। এক সময় বাম কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ উত্তর গেট সংলগ্ন এলাকায় মিছিল আটকে দেয়। কিন্তু পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে বাম নেতা পবিত্র কর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাম নেতা পবিত্র কর বলেন, শান্তিপূর্ণ মিছিল সংঘটিত করার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে অনেকদিন আগের থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের নগ্ন চিত্র ধরা পড়েছে। পুলিশ প্রশাসন মিছিলে আটকে লাঠিচার্জ করেছে। তাতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বাম কর্মী ও সমর্থকরা। তিনি আরও বলেন, সময় কখনো থেমে থাকে না, একদিন না একদিন সব কিছুর বিচার হবে।

তাঁর দাবি, মিছিল থামাতে গিয়ে ছয়জন পুলিশকর্মী তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। আমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন চাকরির বদলে পুন:নিয়োগ বিধানসভায় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। ত্রিপুরায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে পুনঃনিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে বিধানসভায় পেশ করা এক তথ্যকে ঘিরে এমনই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের বেকার যুবকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ সরকার উত্থাপিত এক অনুলিখিত প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় জানান, গত কয়েক বছরে সরকার নতুন নিয়োগের বদলে অবসরপ্রাপ্ত বা পূর্বে কর্মরত ব্যক্তিদের পুনঃ নিয়োগের উপর বেশি নির্ভর করছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট ৯০ জনকে পুনঃনিয়োগ করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই সংখ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতার শুভেচ্ছা

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত রামপদ জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। ত্রিপুরা বিধানসভার চলতি অধিবেশনের চতুর্থ দিনে শাসকদল বিজেপির বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলেন। এই বিষয়ে স্পিকার-ইন-চার্জ রামপ্রসাদ পাল জানান, রামপদ জমাতিয়ার প্রার্থিতাকে সমর্থন করে মোট তিনটি প্রস্তাব জমা পড়ে। প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা এবং সমর্থন করেন বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি দেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, যাকে সমর্থন করেন টিপরা মথার বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। তৃতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের নিয়মিত করণের জন্য বিধানসভায় দাবি বিধায়কদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। *সমগ্র শিক্ষা অভিযান (এসএসএ) এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দীর্ঘদিনের দাবি বুধবার ত্রিপুরা বিধানসভায় জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে চাকরির নিরাপত্তা ছাড়াই কাজ করার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিধায়করা।*

আজ বাজেট অধিবেশনে বিষয়টি উত্থাপন করেন পল ডাংশু। তিনি জানান, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেও এসএসএ শিক্ষকরা এখনও চুক্তিভিত্তিক অবস্থায় রয়েছেন, যদিও তারা উচ্চ আদালত থেকে অনুকূল রায় পেয়েছেন। একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি ভোকেশনাল শিক্ষকসহ অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরাও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় নিহত তরুণ সাংবাদিক শোক, আটক গাড়ি, চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। স্কুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 'স্যন্দন' পত্রিকার সাংবাদিক নন্দন চক্রবর্তী। বুধবার ভোররাতে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার রাজাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

জানা গেছে, স্কুটিতে করে যাওয়ার সময় একটি মালবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রয়াত নন্দন চক্রবর্তীর বাড়ি আগরতলার রামনগর এলাকায়। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন।

এদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় মনপাথর ফাঁড়ি থানার পুলিশ। ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে পশ্চিম পাইখোলা এলাকা থেকে টি আর ০৮ ই ১৬৭৬ নম্বরের একটি মালবাহী মিনি ট্রাক আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের শোষণের অভিযোগ জিতেন্দ্রের, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। রাজ্যে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার প্রসার এবং সেখানে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের শোষণ নিয়ে বুধবার বিধানসভায় গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

শূন্যকালে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল ও ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ যেন "ফ্যাশন"-এ পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই খাতে কাজ করা আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের বহু যুবক-যুবতী ন্যূনতম সুরক্ষা ও নিয়মকানুনের অভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের কোনও নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না এবং তাদের বেতনের কাঠামো সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামতো যেকোনো সময় তাদের নিয়োগ বা ছাঁটাই করা হচ্ছে, ফলে তাদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, বলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা আরও জানান, ২০০৫ সালের 'প্রাইভেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ ।। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে রাজধানীর একাধিক এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। আগামীকাল রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, সিপাহিজালা, উত্তর, ঊনাকোটি ও ধলাই জেলায় বৃষ্টিপাতের হলুদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি ও ইন্দোরে অগ্নিকান্ডে শিশু সহ নিহত ১৩

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ।। দিল্লির পালাম এলাকায় বুধবার একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৩ জন শিশু রয়েছে। এছাড়াও আগুন থেকে বাঁচতে গিয়ে ভবন থেকে ঝাঁপ দেওয়ায় ২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় আরও কয়েকজন ভবনের ভিতরে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দমকল সূত্রে জানা গেছে, আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক দল। প্রায় ২৫টি দমকল ইঞ্জিন মোতায়েন করে আগুন নেভানোর পাশাপাশি তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে কুলিং অপারেশনও চলছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভবনটিতে একটি বেসমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং তার উপরে চারটি তলা ছিল। ছাদে অস্থায়ী টিনের শেডও ছিল। বেসমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর ও প্রথম তলায় পোশাক এবং প্রসাধনী সামগ্রী মজুত রাখা হত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা আবাসিক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং উদ্ধারকাজ নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঘটনাস্থলে সেন্ট্রালাইজড অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ট্রমা সার্ভিসেস-এর অ্যাম্বুল্যান্স ও মেডিক্যাল টিমও মোতায়েন করা হয়েছে।

দমকল বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। আপাতত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ভবনের ভিতরে কেউ আটকে থাকলে তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

এদিকে, একই দিনে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের তিলক নগর এলাকাতেও আরেকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেখানে একটি তিনতলা বাড়িতে আগুন লেগে অন্তত ৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৯ মার্চ, ২০২৬ ইং
৪ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মানবাধিকার রক্ষায় জোর

দীর্ঘ আন্দোলন, বিক্ষোভের পরে অবশেষে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে ও বিএনপি নেতা তারেক রহমান হইয়াছেন নব গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী। এ বার তারেকের কাছেই দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করিল ৯টি মানবাধিকার সংগঠন। একটি চিঠি দিয়া তারেকের কাছে এই আবেদন জানাইয়াছে ওই মানবাধিকার সংগঠনগুলি।শেখ হাসিনার শাসনকালে এবং তাহার পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার হইয়াছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপরেও চলিয়াছে হামলা, নির্যাতন। তারেককে দেওয়া চিঠিতে এই বিষয়গুলিরই বিরোধিতা করিয়াছে ওই সংগঠনগুলি।শেখ হাসিনার শাসনকালে এবং তার পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার হইয়াছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপরেও চলিয়াছে হামলা, নির্যাতন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামে একটি সংগঠনের তরফে দাবি করা হইয়াছে, 'শেখ হাসিনার সরকার কিংবা মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে ধর্মীয় হিংসা, হানাহানি কমাইতে পারেনি।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর ডেপুটি চিফ মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, বহু বাংলাদেশি তাঁহাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়া হাসিনার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছেন। তারেক রহমানের সামনে দেশের আমূল পরিবর্তন করিবার অনেক সুযোগ রহিয়াছে।

তারেকের নবগঠিত সরকারের কাছে বাংলাদেশে একাধিক বদলের দাবি জানাইয়াছে ওই মানবাধিকার সংগঠনগুলি। যে বা যাঁহারা মোবাইল বয়েজ এর সঙ্গে যুক্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হইয়াছে। পাশাপাশি, নির্বিচারে আটক করিয়া রাখা বন্দিদের মুক্তি, হিন্দু-রোহিঙ্গা-সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিও জানানো হইয়াছে। এ ছাড়াও, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দাবিও করিয়াছে ওই সংগঠনগুলি। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং যেকোনো ধরনের বৈষম্য বা অবিচার দূর করিতে আরও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা এবং সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে আপনার সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশিত। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সুপারিশ করিয়াছি যে, মানবাধিকার রক্ষায় গৃহীত নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এই বিষয়ে একটি জবাবদিহিমূলক পরিবেশ তৈরি করা হোক। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলিয়াছে আপনার আন্তরিক উদ্যোগ মানবাধিকার পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হইবে।

রাজ্যে ঠোঁট কাটা শিশুদের ক্লেফট সার্জারি উদ্যোগ নিয়েছে টপসেম সিমেন্ট কোম্পানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মার্চ।। সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে জন্মগত ত্রুটি হিসেবে ঠোঁট ও তালুর কাটা শিশুদের ক্লেফট সার্জারির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে টপসেম সিমেন্ট কোম্পানি। তারই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যে প্রায় ৪০ জন এই ধরনের সমস্যাজনিত শিশু বিনামূল্যে অস্ত্র প্রচারের সুবিধা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য আগামী ২৩ ও ২৮ মার্চ রাজ্যে প্রথম এই সার্জারি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কোম্পানির। আজ প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কোম্পানির সিনিয়র প্রেসিডেন্ট(সেলস ও মার্কেটিং) এর ডঃ অনিল কাপুর। তিনি বলেন দেশে ৫১ হাজার এই ধরনের সমস্যা জনিত শিশুর অপারেশন করা হয়েছে। কত বছর আসাম মেঘালয় ১৮০ টির বেশি বিনামূল্যে ক্লেফট সার্জারি সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের বহু শিশু মুখে হাসি ফুটাতে পেরে সংস্থা খুবই গর্ববোধ করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই কর্মসূচির সাফল্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানি এখন ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম ধলাই ও গোমতী জেলায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মিশন স্মাইলের সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক দল এই অস্ত্র প্রচার গুলো সম্পন্ন করছে। প্রথমবার ত্রিপুরার আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য কুড়িটি অস্ত্রপচার করা হবে। ধাপে ধাপে এই সংখ্যা বাড়বে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

গোমতী জেলা হাসপাতালে ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে আধুনিক অ্যানেস্থেসিয়া প্রযুক্তির সাফল্য

উদয়পুর প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ: গোমতী জেলা হাসপাতাল-এর অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগ আজ এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে। এই প্রথমবার হাসপাতালে আল্ট্রাসাউন্ড-নির্ভর আধুনিক 'রিজিওনাল অ্যানেস্থেসিয়া' পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে সারা শরীর অজ্ঞান না করে কেবলমাত্র অস্ত্রোপচারের নির্দিষ্ট অংশ অবশ করা হয়, ফলে রোগীর ঝুঁকি অনেকটাই কমে।

জানা যায়, টেপানিয়া পান্না চৌমুহনীর বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সী রুমা দাসের বুকের খাঁচার সংযোগস্থলের কাছে কলারবোনের ভেতরের অংশ ভেঙে গিয়েছিল। তবে অস্ত্রোপচারের প্রধান বাধা ছিল তার অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এতে রক্তচাপের মারাত্মক ওঠানামা ও শ্বাসকষ্টের সম্ভাবনা থাকে।

এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান না করে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচারের স্থান অবশ করার সিদ্ধান্ত নেন। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ মৌটুসী চৌধুরী জানান, আধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগীর স্নায়ুকে নিখুঁতভাবে অবশ করা হয়।

সার্জন ডাঃ অমর ত্রিপুরা এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "ইন্টারস্ক্যালিন ব্লক কাঁধ ও হাত অবশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর সুপারফিশিয়াল সার্ভিকাল প্লেক্সাস ব্লক কলারবোনের চারপাশের চামড়া ও টিস্যুকে সম্পূর্ণ ব্যথামুক্ত করতে কার্যকর।" আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির সাহায্যে স্ক্রিনে সরাসরি স্নায়ু দেখা সম্ভব হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগে নিখুঁততা নিশ্চিত হয় এবং কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি।

হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কাজল কুমার দাস এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "এই আধুনিক অ্যানেস্থেসিয়া পদ্ধতি রোগীর দ্রুত সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। গোমতী জেলার মানুষকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

এই সাফল্যের খবরে গোমতী জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির ব্যবহারে জেলা হাসপাতালের সক্ষমতা আরও একধাপ এগিয়ে গেল বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্য মহল।

যখন এআই হত্যাকারী

কৌশিক ভৌমিক

কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, সুর বাঁধে, চলচ্চিত্র বানায়, জটিল হিসাব মুহূর্তে মেটায়, এমনকি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সাহায্যও করে- কৃত্রিম মেধার (এআই) এই রূপ দেখে মানুষ প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিল। তারপর দেখা গেল, এই যন্ত্রবুদ্ধি কর্পোরেট দুনিয়ায় ঢুকে কর্মী ছাঁটাইয়ের। সিদ্ধান্তে নাক গলাচ্ছে। আতঙ্ক ছড়াল "চাকরি যাবে"। আজ সেই ভয়ও তুচ্ছ। কারণ এআই এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। লক্ষ্য নির্ধারণ করছে, ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালনা করছে, মানুষ মারছে। যন্ত্র আর শুধু কাজ খাচ্ছে না, জীবনও খাচ্ছে।

২০২৬ এর ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও. ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান যৌথ অভিযানে ইরানের আকাশসীমায় ঢুকে হামলা চালায়। নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। প্রাণ যায় মন্ত্রিসভার উচ্চপদস্থ কর্তা ও সেনা আধিকারিকদেরও। মধ্যপ্রাচ্য কেঁপে ওঠে। এই ধ্বংসযজ্ঞের নেপথ্যে ছিল এআই গবেষণা সংস্থা অ্যানথ্রোপিকের কৃত্রিম মেধা মডেল রুড। মার্কিন সেনার গোপন নেটওয়ার্ক থেকে সে কষেছিল ধ্বংসের ছক।

এআই, যুদ্ধের ধরন বদলে দিচ্ছে অভূতপূর্ব গতিতে। জটিল হামলার পরিকল্পনার সময় কমে গিয়েছে নাটকীয়ভাবে- একে বলা হচ্ছে "ডিসিশন কম্প্রেশন"। লক্ষ্য শনাক্ত করেই আঘাত হানছে "চিন্তার গতিতে"। মার্কিন-ইজরাইল-ইরান যুদ্ধে প্রথম বারো ঘণ্টার মধ্যেই ৯০০টি ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা হয়। ৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২৪টিতে পড়ে এক হাজারের বেশি গোলা। সরকারি হিসেবে নিহত ২০১, আহত ৭৪৭। সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাতটি ঘটে মিনারের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। ঝরে যায় ১৬৫টি শিশুর প্রাণ, আহত হয় ৯৫। তেহরানে আদালত, গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরমাণু শক্তি সংস্থার ভবনও বিধ্বস্ত হয়। এই হামলায় শুধু রুড ছিল না। জেমিনি, চ্যাটজিপিটি, জেনএআই.মিল ও গ্রকের মতো এআই মডেলগুলোকেও মোতায়েন করা হয়। মিলিতভাবে তারা তৈরি করে হামলার ছক।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর, পেন্টাগণ, এই এআই মডেলের সংস্থাগুলোকে মোট ২০ কোটি ডলারের বরাত দেয়। মডেলগুলো স্যাটেলাইট চিত্র, গোয়েন্দা ও কৌশলগত তথ্য বিশ্লেষণ করে কয়েক ঘণ্টার কাজ কয়েক মিনিটে সেরে সেনাপ্রধানদের সামনে তুলে ধরে নির্ভুল "ওয়ার-সিমুলেশন"। হারমেস নামের এআই সিস্টেম মার্কিন নৌবাহিনীর পরিকল্পনাকারীদের এ জন্য সামরিক নীতি ও তথ্য একত্রিত করে প্রতিরক্ষা কৌশল তৈরি করে। সেই মোতাবেকই চালানো হয় বিধ্বংসী হামলা। ক্লড-এর মতো এআই সিস্টেমগুলি মূলত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম)। বিপুল সামরিক তথ্যভান্ডারে প্রশিক্ষিত হয়ে তারা বর্তমান যুদ্ধের গোয়েন্দা ও কৌশলগত তথ্য, ছবি এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্তের রূপরেখা তৈরি করে। মানব বিশ্লেষকের তুলনায় এই মডেলগুলি কয়েক গুণ দ্রুত ও নিখুঁতভাবে কাজ করে।

প্রসঙ্গত, এআই ও সামরিক যুদ্ধের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। তখন ব্রিটিশ গণিতবিদ অ্যালান টুরিং জার্মানদের গোপন সাংকেতিক বার্তা "এনিগমা কোড" বিশ্লেষণ করতেন। মনে করা হয়, তার * ফলেই আনুমানিক সময়ের কয়েক বছর আগে যুদ্ধের ইতি ঘটে। ঠান্ডা যুদ্ধে পেন্টাগনের অর্থায়নে তৈরি হয় এআরপিএএনইটি- বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরি। তৈরি হয় জিপিএসও। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন ডিএআরটিএআই প্রোগ্রাম রণসম্পদ পরিচালনা করে। ১৯৯৯ সালে কসোভোতে ন্যাটোর ড্রোন সার্বিয়ার একাধিক ঘাঁটি চিহ্নিত করে সেই থেকেই সূত্রপাত হয় মানববিহীন যুদ্ধের। ৯/১১-র পর আফগানিস্তানে প্রিডেটর ও রিপার ড্রোন কুড়ি বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করে। ২০১৭ সালে মার্কিন "প্রোজেক্ট ম্যাভেন" ড্রোনের ফুটেজ বিশ্লেষণে মেশিন লার্নিং প্রয়োগ শুরু করে। এই ঘটনাগুলোই আজকের এআই-চালিত যুদ্ধের জন্ম দেয়। আজ এআই নির্ভুলভাবে হামলার লক্ষ্য ও পথ বাতলে দিচ্ছে। ইজরায়েলের হ্যাবসোরা সিস্টেম পূর্বে গাজা ও লেবানন এবং এখন ইরানে নজরদারি ও ড্রোনের তথ্য বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য নির্ধারণ করছে। গসপেল এআই প্রতিদিন একশোর বেশি বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু ঠিক করছে- প্রাক-এআই যুগে যা ছিল বছরে মাত্র পঞ্চাশটি, জানিয়েছেন প্রাক্তন ইজরায়েল সেনাপ্রধান আভিভকো হাভি। ইউক্রেনে এআই-পরিচালিত এফপিভি ড্রোন উভয়পক্ষের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হতাহতের কারণ। গত বছর "অপারেশন সিঁদূরে" পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার দিনের সংঘাতে ভারতও এআইয়ের যুদ্ধশক্তি প্রমাণ করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে ২৩টি দেশীয় এআই অ্যাপ্লিকেশন। ত্রিনেত্র-র সেন্সর- ফিউশন সিস্টেম ও প্রোজেক্ট সঞ্জয়-এর সংযুক্ত নজরদারি নেটওয়ার্ক সেনা আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরে রণক্ষেত্রের জীবন্ত চিত্র। ইসিএএস সিস্টেম পাকিস্তানি রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র ৯৪ শতাংশ নির্ভুলতায় শনাক্ত করে, জ্যামারকে অকেজো করে, ঘটনাস্থলেই তথ্য বিশ্লেষণ করে দেয়। ফলে ভারত পাকিস্তানের নয়টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস ও একাধিক বিমানঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় স্যাটেলাইট চিত্রে যা স্পষ্ট। পাকিস্তান স্বীকার করে, তাদের ৩১ জন নিহত হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ অবশ্য ক্লডের প্রথম অভিযান ছিল না। এ বছরের শুরুতে অ্যানথ্রোপিকের এআই, প্যালান্টির টেকনোলজিস ও অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের সঙ্গে মিলে ট্রাম্প প্রশাসনকে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতারের কৌশল সাজিয়ে দিয়েছিল। শুধু সামরিক যুদ্ধে নয়, তথ্যযুদ্ধেও এআই বড় হাতিয়ার। ভারত- পাকিস্তান ও আমেরিকা- ইজরায়েল-ইরানের সংঘর্ষে এআই-নির্মিত ডিপফেক ছড়িয়েছে ভুরিভুরি মিথ্যা খবর। বিভিন্ন দেশের জাতীয় নির্বাচনগুলোও এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইউরোপের নির্বাচনে এআই কনটেন্ট দিয়ে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ ওঠে। তাইওয়ানের ২০২৪ সালের নির্বাচনে চিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইরান, একই পথে হেঁটেছে বলে খবর। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নির্বাচনেও এআই-নির্মিত রাজনৈতিক কনটেন্ট দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিছু দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাতেও এআইয়ের ব্যবহার চমকে দেওয়ার মতো। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এআই-ভিত্তিক "প্রেডিকটিভ পোলিসিং" প্রয়োগ করছে। মুখাবয়ব শনাক্ত ও আচরণ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য অপরাধী ও অপরাধস্থল আগাম চিহ্নিত করছে। চিন এআইয়ের সাহায্যে দমন করছে সরকারবিরোধী গণপ্রতিবাদ।

ভবিষ্যতে, যুদ্ধ নির্ধারিত হবে প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বে, নির্ভুল অস্ত্র প্রক্ষেপণে, সাইবার শক্তিতে ও গোয়েন্দা সাফল্যে। যে দেশ সবচেয়ে দ্রুত শনাক্ত করবে, সিদ্ধান্ত নেবে ও আঘাত হানবে জয় তার। এআই হবে সেই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। এআই যত উন্নত হবে, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিও পাল্টাবে তত দ্রুত। এআই যুদ্ধে বিপদ লুকিয়ে গভীরে। দ্রুত সিদ্ধান্তে 'ফ্ল্যাশওয়ার"-এর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ভুল তথ্য বিশ্লেষণ যে কোনো সংঘর্ষকে পারমাণবিক পর্যায়ে ঠেলে দিতে পারে। কূটনৈতিক সমাধানের আর কোনো অবকাশই থাকবে না তখন। নির্ভুলতা বাড়লে হামলার ব্যাপ্তিও বাড়বে। হ্যাকিং, ডেটা পয়জনিং ও জ্যামিং পুরো নেটওয়ার্ক চুরমার করে দেবে। পক্ষপাতদুষ্ট অ্যালগরিদম জবাবদিহির কোনো জায়গাই রাখবে না।

তাই নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। প্রতিটি মারণ সিদ্ধান্তে সরাসরি মানব অনুমোদন বাধ্যতামূলক হওয়া চাই। তথ্য হতে হবে পক্ষপাতমুক্ত। গোটা সিস্টেমকে করতে হবে সাইবার-প্রতিরোধী।

রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকার করেছে, মানবিক আইন এআই যুদ্ধেও প্রযোজ্য। সেই নীতিকে প্রযুক্তির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিতে রূপ দিতে হবে। টুরিংয়ের এনিগমা কোড বিশ্লেষণ থেকে ক্লডের সাম্প্রতিক ইরান অভিযান, এআই, সংঘর্ষের প্রান্তিক অবস্থান থেকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়েছে। এই শক্তি দ্রুত, নির্ভুল এবং মানুষের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। কঠোর নজরদারি, সংযম জবাবদিহির অভাবে এটি যুদ্ধকে করে তুলবে আরও দ্রুত, আরও মারণাত্মক এবং মানবিক বিচারবুদ্ধি থেকে বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ডাইনোসরের পূর্ণবয়স্ক হতে কত বছর লাগত

শিউলী সুলতানা

ডাইনোসর বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশালদেহী ও ভয়ংকর এক প্রাণীর ছবি! আর সেই ডাইনোসরদের রাজা বলা হয় টিরানোসরাস রেক্স বা সংক্ষেপে টি রেক্সকে। তুমি কি জানো, এই ভয়ংকর টি রেক্সের এত বিশাল শরীর তৈরি হতে কত বছর সময় লাগত?

বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা টি রেক্সের জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া পায়ের হাড়ের ভেতরের গ্রোথ রিং পরীক্ষা করছেন। গাছের গুঁড়ি কাটলে যেমন ভেতরে গোল গোল রিংয়ের মতো দাগ দেখা যায়, ডাইনোসরদের হাড়েও ঠিক তেমনি রিং থাকে! এই রিংগুলো গুনে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, ডাইনোসরটি কত বছর বেঁচে ছিল এবং কত দ্রুত বড় হয়েছিল। আগের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, টি রেক্স হয়তো ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই পূর্ণবয়স্ক হয়ে যেত। কিন্তু সম্প্রতি পিরজে নামে একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নতুন এবং বড় গবেষণায় দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। বিজ্ঞানীরা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বিশাল বয়স্ক টি রেক্সের মোট ১৭টি জীবাশ্ম পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই ভয়ংকর শিকারি প্রাণীটির প্রায় আট টন ওজনের বিশাল শরীর তৈরি হতে সময় লাগত প্রায় ৪০ বছর! টি রেক্সের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপক হলি উডওয়ার্ড। তিনি বলেন, 'টি রেক্সকে নিয়ে করা এটাই এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় ডেটাসেট বা তথ্যভান্ডার। জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া হাড়ের ভেতরের গ্রোথ রিংগুলো পরীক্ষা করে আমরা এই প্রাণীগুলোর বছরের পর বছর বেড়ে ওঠার ইতিহাস নতুন করে সাজাতে পেরেছি।'

তবে একটা সমস্যা আছে। গাছের গুঁড়িতে যেমন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কটি রিং সুন্দরভাবে সাজানো থাকে, ডাইনোসরের হাড়ে কিন্তু পুরো জীবনের হিসাব একসঙ্গে পাওয়া যায় না। টি রেক্সের হাড়ের একটি কাটা অংশ থেকে সাধারণত তাদের জীবনের শেষ ১০ থেকে ২০ বছরের হিসাব পাওয়া যায়।

তাহলে বাকি হিসাব মিলবে কীভাবে? এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য বিজ্ঞানীরা এক নতুন গাণিতিক পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। তাঁরা বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলো টি রেক্সের হাড়ের তথ্য একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে পুরো প্রজাতির জন্য একটি সম্মিলিত বৃদ্ধির রেখাচিত্র তৈরি করলেন। গবেষক দলের আরেকজন সদস্য, গণিতবিদ ও প্রত্নজীববিজ্ঞানী নাথান মাইরভোল্ড বলেন, 'আমরা এমন একটি নতুন পরিসংখ্যান পদ্ধতি বের করেছি, যা বিভিন্ন ডাইনোসরের বৃদ্ধির রেকর্ডগুলোকে একসঙ্গে জুড়ে দেয়! ফলে টি রেক্স কীভাবে বড় হতো এবং তাদের আকারে কতটা ভিন্নতা ছিল, তার একটা বাস্তবসম্মত চিত্র আমরা আগের যেকোনো গবেষণার চেয়ে নিখুঁতভাবে পেয়েছি।'

ডাইনোসরদের দীর্ঘ শৈশব নতুন এই গবেষণার ফলাফল আমাদের বলছে, টি রেক্স কিন্তু খুব দ্রুত বড় হয়ে যেত না। বরং তারা কয়েক দশক ধরে খুব ধীরে ধীরে বেড়ে উঠত। দ্রুত বড় হওয়ার বদলে টি রেক্সের এই যে দীর্ঘ সময় ধরে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া, এর পেছনে দারুণ একটি পরিবেশগত কারণ থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

ডাইনোসর বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশালদেহী ও ভয়ংকর এক প্রাণীর ছবি! আর সেই ডাইনোসরদের রাজা বলা হয় টিরানোসরাস রেক্স বা সংক্ষেপে টি রেক্সকে। তুমি কি জানো, এই ভয়ংকর টি রেক্সের এত বিশাল শরীর তৈরি হতে কত বছর সময় লাগত?

চ্যাপম্যান ইউনিভার্সিটির গবেষক জ্যাক হর্নার বলেন, 'এই দীর্ঘ ৪০ বছরের বেড়ে ওঠার সময়টা হয়তো অল্পবয়সী টি রেক্সদের তাদের পরিবেশের বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করত। আর হয়তো এ কারণেই তারা ক্রেটাসিয়াস যুগের শেষ দিকে এসে সবচেয়ে ভয়ংকর ও শীর্ষ শিকারি হিসেবে পুরো পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পেরেছিল।' বিখ্যাত কিছু জীবাশ্ম কি তবে অন্য কোনো প্রাণীর যদিও এই ডাইনোসর গোষ্ঠীর মধ্যে টি রেক্স সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো একটা বড় বিতর্ক রয়ে গেছে। টি রেক্স বলে দাবি করা কিছু জীবাশ্ম কি আসলেই টি রেক্সের, নাকি অন্য কোনো কাছাকাছি প্রজাতির?

কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, ছোট আকারের কিছু জীবাশ্ম হয়তো অল্পবয়সী টি রেক্সের নয়, বরং সেগুলো ন্যানোটিরানাস নামে সম্পূর্ণ আলাদা একটি প্রজাতির ডাইনোসরের। আবার কেউ কেউ বলেন, সবচেয়ে বড় জীবাশ্মগুলোও হয়তো দুটি বা তিনটি আলাদা প্রজাতির হতে পারে! বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এই তর্ক এখনো চলছে।

এই বিষয়টা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা টিরানোসরাস রেক্স স্পিসিস কমপ্লেক্সের আওতায় ১৭টি জীবাশ্ম পরীক্ষা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপারটি ঘটে জেন এবং পিটি নামে দুটি বিখ্যাত জীবাশ্মের ক্ষেত্রে। দেখা যায়, এই দুটির বেড়ে ওঠার ধরন বাকি জীবাশ্মগুলোর চেয়ে একেবারেই আলাদা! শুধু হাড়ের বৃদ্ধির ডেটা দেখে প্রমাণ করা কঠিন যে এরা আলাদা প্রজাতি, তবে এটি বিজ্ঞানীদের মনে বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি জান্নো এবং নাপোলি নামে দুজন বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, জেন এবং পিটি হয়তো ন্যানোটিরানাস প্রজাতিরই দুটো আলাদা ডাইনোসর! লুকানো গ্রোথ রিং খুঁজে বের করার নতুন প্রযুক্তি এই গবেষণার আরেকটি বড় চমক হলো ডাইনোসরের হাড়ে এমন এক ধরনের গ্রোথ রিং আবিষ্কার, যা আগে কখনো কেউ খেয়ালই করেনি! সাধারণ মাইক্রোস্কোপ বা আলো দিয়ে যা দেখা যায় না, সার্কুলারলি পোলারাইজড এবং ক্রস-পোলারাইজড নামে বিশেষ ধরনের আলো ব্যবহার করে হাড়ের সেই লুকানো বৈশিষ্ট্যগুলোও স্পষ্ট দেখা যায়! এই নতুন জাদুকরী প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের ডাইনোসরের হাড়ের বিভ্রান্তিকর বৃদ্ধির ধরনগুলো বুঝতে অনেক সাহায্য করেছে। গবেষণায় শক্তিশালী গাণিতিক প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, এত দিন ধরে বিজ্ঞানীরা গ্রোথ রিং গোনার জন্য যে সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, তাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চোখ এড়িয়ে যেত। খুব কাছাকাছি থাকা একাধিক গ্রোথ রিং বের করা বেশ কঠিন একটা কাজ।

টি রেক্স প্রথম আবিষ্কার হওয়ার পর এক শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু আজও এই ভয়ংকর প্রাণীটি বিজ্ঞানীদের অবাক করে চলেছে। অনেক বেশি জীবাশ্মের নমুনা, নতুন গাণিতিক টুল এবং ছবি তোলার উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয়ে বিজ্ঞানীরা এখন এই আইকনিক শিকারি প্রাণীটির বেড়ে ওঠা সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার ধারণা পাচ্ছেন।

নতুন এই ফলাফলগুলো টিরানোসরাস রেক্সকে একটি জীবন্ত প্রাণী হিসেবে আমাদের সামনে আরও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। একসময়ের ছোট্ট ডাইনোসর ছানা থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর শিকারি হয়ে উঠত টি রেক্স, সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার গল্প এখন আমাদের কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট ও জীবন্ত!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার প্রধান সমাজপতিদের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত আগরতলা প্রেস ক্লাবে। ছবি নিজস্ব।

‘মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনওই সীমাহীন হতে পারে না’, নিষিদ্ধ ‘সরকে চুনার’ গান নিয়ে লোকসভায় আইঅ্যান্ডবি মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিতর্কিত ও অশালীনতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হওয়া ‘সরকে চুনার’ গানকে ঘিরে তীব্র জনরোষের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় তিনি বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনওই নিরঙ্কুশ বা সীমাহীন হতে পারে না; সমাজ ও সংস্কৃতির স্বীকৃত সীমারেখার মধ্যেই তা প্রয়োগ করতে হবে।

লোকসভায় সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আনন্দ ভদৌরিয়ার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, বিতর্কিত গানটির উপর ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, “মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর যে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ রয়েছে, তা মেনে চলা জরুরি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনওই পরম বা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না; তা সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।”

মন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল মাধ্যমে সহজলভ্য কনটেন্টের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষিত রাখতে সরকার সংবেদনশীল ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর।

উল্লেখ্য, নোরা ফতেহি ও সঞ্জয় দত্ত অভিনীত ছবি ‘কেডি: দ্য ডেভিল’-এর গান ‘সরকে চুনার’ প্রকাশের পর থেকেই এর ইঙ্গিতপূর্ণ গীত, নাচের ভঙ্গি ও উপস্থাপনা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার পাশাপাশি চলচ্চিত্র মহলের একাংশ থেকেও আপত্তি ওঠে। পরে অভিযোগ দায়েরের পর মঙ্গলবার গানটি নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইউটিউব থেকেও সরিয়ে নেওয়া হয়।

এদিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)-ও গানটির নির্মাতাদের উদ্দেশে নোটিস জারি করেছে। অভিযোগ, গানটির গীত ও অঙ্গভঙ্গিতে আপত্তিকর ও অশ্লীল উপাদান রয়েছে।

এনএইচআরসি-র সদস্য প্রিয়ঙ্ক কানুনগো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এমন কনটেন্ট পরিবার নিয়ে বসে দেখা যায় না। সেন্সর বোর্ড কীভাবে এ ধরনের বিষয়বস্তুকে ছাড়পত্র দিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সমাজে এ ধরনের “অশ্লীলতা” ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

এছাড়া, কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র প্রত্যয়ন বোর্ড (সিবিএফসি) এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছেও অভিযোগ জমা পড়ে। সেখানে গানটিকে “অত্যন্ত অশালীন, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ এবং আপত্তিকর” আখ্যা দিয়ে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়।

বিতর্কিত গানটি ঘিরে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক স্তরে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছে, তাতে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিল সৃজনশীল স্বাধীনতার নাম করে সামাজিক শালীনতার সীমা লঙ্ঘন বরদাস্ত করা হবে না।

নতুন অর্থবর্ষ থেকে প্যান আবেদনের নিয়মে বদল, ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে শুধু আধার দিয়ে আবেদন বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : নতুন অর্থবর্ষ থেকে প্যান (পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর) কার্ডের আবেদন প্রক্রিয়ায় বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। ঘোষিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে শুধুমাত্র আধার কার্ডের ভিত্তিতে প্যানের জন্য আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না।

সরকার-সমর্থিত কমন সার্ভিসেস সেন্টার (সিএসসি) এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, বর্তমানে কেবল আধার ব্যবহার করেই প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করা সম্ভব। তবে ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে আধারের পাশাপাশি জন্মতারিখের প্রমাণপত্র-সহ অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

সিএসসি-র তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, “১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে প্যান আবেদনের নিয়ম বদলাচ্ছে। ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত শুধুমাত্র আধার ব্যবহার করে আবেদন করা যাবে।” সেই কারণে নাগরিকদের নির্ধারিত সময়সীমার আগেই প্রয়োজনীয় প্যান-সংক্রান্ত কাজ সেরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়ম কার্যকর হলে প্যানের জন্য নতুন আবেদনপত্রও চালু হবে। তখন বর্তমান ফর্ম আর গ্রহণ করা হবে না বলে জানানো হয়েছে। সিএসসি পোর্টাল সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই নতুন প্যান আবেদনপত্র প্রকাশ করা হবে।

এছাড়া, নতুন অর্থবর্ষ থেকে প্যান কার্ডে নাম লেখার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসছে। আধারের রেকর্ড অনুযায়ী নাম কঠোরভাবে মিলিয়েই প্যান কার্ডে তা নথিভুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে একাধিক নথি গ্রহণযোগ্য হবে। এর মধ্যে রয়েছে জন্মসনদ, ভোটার পরিচয়পত্র, মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, হলফনামা বা অন্য কোনও সরকারি নথি।

প্যান কার্ড আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং লেনদেনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। অন্যদিকে, আধার হল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) প্রদত্ত ১২ সংখ্যার একটি স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র।

নতুন প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করা যায় প্রোটিন (আগের নাম এনএসডিএল ই-গভ), ইউটিআই ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (ইউটিআইআইটিএসএল) অথবা আয়কর দফতরের ই-ফাইলিং পোর্টালের মাধ্যমে।

এদিকে, সরকার আগে থেকেই সতর্ক করেছে যে ‘ই-প্যান কার্ড ডাউনলোড করুন’ ধরনের ভুয়ো ই-মেল পাঠিয়ে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে জালিয়াতির চেষ্টা করছে। পিআইবি ফ্যাক্ট চেক নাগরিকদের সতর্ক করে জানিয়েছে, এ ধরনের ই-মেল ভুয়ো হতে পারে; কোনও অবস্থাতেই এমন ই-মেল, লিঙ্ক, ফোন কল বা এসএমএসে সাড়া দিয়ে আর্থিক বা সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করা উচিত নয়।

সেশেলস প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাহাজের যন্ত্রাংশ উপহার ভারতের জোর পেল ‘মহাসাগর’ দৃষ্টিভঙ্গি

পোর্ট ভিক্টোরিয়া, ১৮ মার্চ : সেশেলস প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাহাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ উপহার দিল ভারত। বুধবার এই সহায়তার মাধ্যমে নয়াদিল্লি ফের স্পষ্ট করে দিল, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নে সহযোগিতামূলক এবং টেকসই অংশীদারিত্ব গড়ে তোলাই তাদের ‘মহাসাগর’ দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম লক্ষ্য।

সেশেলসে ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, বর্তমানে পোর্ট ভিক্টোরিয়ায় অবস্থানরত ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস ত্রিকন্দ-এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সচিন কুলকর্ণি সেশেলস প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে এই জাহাজ-যন্ত্রাংশগুলি তুলে দেন। আইএনএস ত্রিকন্দ সেখানে দ্বিবার্ষিক যৌথ মহড়া ‘এক্সারসাইজ লামিতিয়ে’-র ১১তম সংস্করণে অংশ নিতে গিয়েছে। বুধবার থেকেই মহড়ার সি-ফেজ বা সমুদ্র পর্যায়ের অনুশীলন শুরু হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, ক্যাপ্টেন কুলকর্ণি সেশেলসের প্রতিরক্ষা প্রধান মেজর জেনারেল মাইকেল রোজেটের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেখানে চলতি ‘লামিতিয়ে’ মহড়ায় আইএনএস ত্রিকন্দের অংশগ্রহণ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সেশেলস ডিফেন্স ফোর্সেসের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া ‘লামিতিয়ে-২০২৬’-এ অংশ নিতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল বর্তমানে সেশেলসে রয়েছে। ৯ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সেশেলস ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে এই যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ক্রেওল ভাষায় ‘লামিতিয়ে’ শব্দের অর্থ ‘বন্ধুত্ব’। ২০০১ সাল থেকে সেশেলসেই এই দ্বিবার্ষিক প্রশিক্ষণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এবারের মহড়ার বিশেষ তাৎপর্য হল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তিন বাহিনীরই অংশগ্রহণ। এই দলে রয়েছে অসম রেজিমেন্ট-এর জওয়ানরা। পাশাপাশি ভারতীয় নৌবাহিনী ও বায়ুসেনার প্রতিনিধিত্বও রয়েছে। নৌবাহিনীর তরফে আইএনএস ত্রিকন্দ এবং বায়ুসেনার পক্ষ থেকে একটি সি-১৩০ বিমান এই মহড়ায় অংশ নিচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বক্তব্য, আধা-শহুরে পরিবেশে সাব-কনভেনশনাল অপারেশন, শান্তিরক্ষা মিশনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধিই এই মহড়ার প্রধান উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমেও দ্বিপাক্ষিক সামরিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করাই লক্ষ্য।

মহড়ার সময় দুই পক্ষ যৌথভাবে পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত অনুশীলনে অংশ নিচ্ছে। আধা-শহুরে এলাকায় সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন মহড়া চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ব্যবহারও প্রদর্শন করা হচ্ছে।

১২ দিনব্যাপী এই যৌথ মহড়ায় রয়েছে ফিল্ড ট্রেনিং, যুদ্ধকৌশল নিয়ে আলোচনা, কেস স্টাডি, বক্তৃতা, প্রদর্শনী এবং শেষ পর্যায়ে দু’দিনের ভ্যালিডেশন এক্সারসাইজ। ভারতের মতে, এই মহড়া দুই দেশের সেনাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও গভীর করবে এবং যৌথতা বাড়াবে।সেশেলসকে জাহাজের যন্ত্রাংশ উপহার এবং একইসঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এই দুই পদক্ষেপেই ভারত স্পষ্ট বার্তা দিল, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করতেই তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের বিস্তারিত সূচি ঘোষণা করল জম্মু ও কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ড

শ্রীনগর, ১৮ মার্চ : জম্মু ও কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ড বুধবার ঈদ-উল-ফিতরের নামাজের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করেছে। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০ বা ২১ মার্চ এই নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

ওয়াকফ বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে শ্রীনগরের আসার-এ-শরিফ দরগাহ হজরতবলে। সেখানে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ঈদের নামাজ আদায় করা হবে।

এছাড়া শ্রীনগরের একাধিক মসজিদ ও জিয়ারতে নামাজের সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। সৌরার আসার-এ-শরিফ জিনাব সাহাবে সকাল ১০টায়, খানইয়ারের জিয়ারত হজরত পীর দস্তগির সাহাব (রা.)-এ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এবং খানকাহ-এ-মওল্লা, আমির-এ-কবীর হজরত মীর সইদ আলি হামাদানি (রা.)-তে সকাল ১১টায় ঈদের নামাজ হবে।

শহরি কালাশ পোরার আসার-এ-শরিফে সকাল ৯টায়, জিয়ারত হজরত মখদুম সাহাব (রা.)-এ সকাল ১০টায়, খওয়াজা বাজারের জিয়ারত হজরত খওয়াজা নকশবন্দ সাহাব (রা.)-এ সকাল ১০টায় নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়াও, সোনাওয়ারের জিয়ারত হজরত মীর সইদ ইয়াকুব সাহাব (রা.)-এ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, হাওয়ালের জিয়ারত হজরত মির্জা কামিল সাহাব (রা.)-এ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, হব্বাকাদলের জিয়ারত হজরত রূপা রেশি (রা.)-এ সকাল ৯টায় এবং মুজাহিদ মঞ্জির শাহী মসজিদে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে নামাজ হবে।

জৈন্দর মহল্লার জিয়ারত হজরত জয়ন আলি দর (রা.)-এ সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে, নওহাট্টার সইদ হিসসারি সাহাব (রা.)-এ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে, বার্থানার হজরত বাবা রহমতুল্লাহ সাহাব (রা.)-এ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, সৌরার জিয়ারত হজরত মালিক সাহাব (রা.)-এ সকাল ৯টায় নামাজের আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া সাফাকাদলের জিয়ারত শাহ নিয়ামতুল্লাহ কাদরি (রা.)-এ সকাল ৯টায়, জালদাগরের জিয়ারত হজরত সৈয়দ মনসুর সাহাব (রা.)-এ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, চশমাশাহির জিয়ারত সৈয়দ আসিম শাহ/কাসিম শাহ-এ সকাল ৯টায়, ড্রাগজান ডালগেটের জামিয়া মসজিদ শরিফে সকাল ৯টায় নামাজ হবে।

সাফাকাদলের নালাবন্দ পোরার মসজিদ শরিফে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, গোজওয়ারার জামিয়া মসজিদ শরিফে সকাল ৮টায়, শহিদগঞ্জের কিলা মসজিদে সকাল ৮টায়, বাটওয়ারার মার্কাজি জামিয়া মসজিদে সকাল ৮টায়, বুচওয়ারা ডালগেটের জামিয়া মসজিদ শরিফে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, মুনাওয়ারাবাদের জামিয়া মসজিদ শরিফে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে এবং ফতেহ কাদলের মালিক-আঙ্গন মসজিদ শরিফে সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে ঈদের নামাজ আদায় করা হবে।

ওয়াকফ বোর্ড জানিয়েছে, উপত্যকার অন্যান্য জেলা এবং জম্মু বিভাগেও ঈদের নামাজের বিস্তারিত সূচি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ভক্তদের নিজ নিজ জায়নামাজ সঙ্গে নিয়ে ঈদগাহ বা নির্ধারিত স্থানে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে যাতে ভোগান্তি এড়ানো যায়, সে কারণে স্থানীয় মসজিদেই নামাজ আদায়ের অনুরোধ জানিয়েছে বোর্ড।

রমজান মাসের রোজা সমাপ্তির পর ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজ মূলত পবিত্র রমজান মাস সম্পূর্ণ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ নামাজ হিসেবে বিবেচিত।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাজেই মুগ্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগ, দাবি বরদলৈয়ের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাজকর্মে মুগ্ধ হয়েই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে বুধবার জানালেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা প্রদ্যুত বরদলৈ। একই সঙ্গে কংগ্রেসে প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া এবং মানসিক অস্বস্তির কথাও তুলে ধরেন তিনি।নয়াদিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বরদলৈ বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর কাজ দেখে এবং তাঁর প্রশাসনিক নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েই আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।”প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, কংগ্রেসে তিনি যে সম্মান পাওয়ার কথা ছিল, তা পাননি। তাঁর কথায়, “কংগ্রেসে আমি প্রাপ্য সম্মান পাইনি। দলে থাকতে থাকতে আমি মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম।”বরদলৈ ইঙ্গিত দেন, দীর্ঘদিন ধরেই দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং যথাযথ স্বীকৃতির অভাব তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি অসমিয়া জাতিসত্তা ও মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করতে চান বলেও জানান। বরদলৈ বলেন, “বিজেপিতে থেকে আমি অসমিয়া মানুষের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য কাজ করব।”জাতীয় রাজধানীতে শীর্ষ বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁর এই যোগদানকে অসমের রাজনীতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই দলবদল রাজ্য কংগ্রেসের জন্য ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।এদিকে, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা প্রদ্যুত বরদলৈকে দলে স্বাগত জানিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, “প্রদ্যুত বরদলৈকে বিজেপিতে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আজ কংগ্রেসে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষের কোনও জায়গা নেই।”বরদলৈয়ের এই যোগদান বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়াবে বলেই মনে করছে শাসক শিবির।

ভোটের মুখে বাংলায় ১৩ জেলাশাসক বদলির নির্দেশ ইসির

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে ১৩ জন জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও)-এর বদলির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার বিকেলে জারি হওয়া কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ ব্যাচের আইএএস অফিসার যতীন যাদবকে কোচবিহারের নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও করা হয়েছে। একই ব্যাচের সন্দীপ ঘোষকে জলপাইগুড়ির নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরের নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও হয়েছেন ২০১৬ ব্যাচের বিবেক কুমার। সংবেদনশীল মালদহ জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২০১২ ব্যাচের রাজনবীর সিং কপূরকে। অতিসংবেদনশীল মুর্শিদাবাদের নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ২০১০ ব্যাচের আর অর্জুন।

নদিয়ার নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও হয়েছেন ২০১৫ ব্যাচের শ্রীকান্ত পাল্লি। পূর্ব বর্ধমান জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ২০১৬ ব্যাচের শ্বেতা আগরওয়ালকে।

কলকাতা উত্তর নির্বাচনী জেলার ডিইও এবং কলকাতা পুরসভার নতুন পুর কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ২০০৫ ব্যাচের স্মিতা পাণ্ডে। কলকাতা দক্ষিণ নির্বাচনী জেলার নতুন ডিইও হয়েছেন ২০০৬ ব্যাচের রণধীর কুমার।

কলকাতার লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনার নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও হয়েছেন ২০০৯ ব্যাচের শিল্পা গৌরিসারিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একই দায়িত্বে আসছেন ২০১২ ব্যাচের অভিষেক কুমার তিওয়ারি।

দার্জিলিঙের নতুন জেলাশাসক তথা ডিইও করা হয়েছে ২০১৩ ব্যাচের হরিশঙ্কর পানিক্কারকে। আলিপুরদুয়ার জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন একই ব্যাচের টি. বালাসুব্রহ্মণ্যম।

এর আগে বুধবারই নির্বাচন কমিশন রাজ্যে পাঁচ জন ডিআইজি পদমর্যাদার আইপিএস অফিসারেরও বদলির নির্দেশ দেয়। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন ডিভিশনের নির্দিষ্ট রেঞ্জের দায়িত্বে ছিলেন।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই কমিশন দফায় দফায় প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকদের বদলির নির্দেশ দিয়ে চলেছে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো শীর্ষ আমলাদের বদলির পর এবার মাঝারি স্তরের আধিকারিকদের সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সিইও-র দফতরের এক সূত্রের বক্তব্য, বর্তমানে জেলাশাসক, ডিআইজি, পুলিশ সুপার, ডেপুটি কমিশনার স্তরের আধিকারিকদের বদলি চলছে। পরবর্তী পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও-দের মতো নিম্নস্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইন্সপেক্টরদের ক্ষেত্রেও বদলির নির্দেশ আসতে পারে।

ভোটের আগে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে নজরদারি বাড়াল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরে আইনশৃঙ্খলা কড়া রাখতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র চিহ্নিতকরণ ও বাজেয়াপ্ত করার উপর বিশেষ জোর দিল কলকাতা পুলিশ। নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই অজয় কুমার নন্দ শহরের প্রতিটি থানা এবং ডিভিশনাল ডেপুটি কমিশনারদের একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বুধবার জানান, কমিশনারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলির অন্যতম হল নির্বাচনের আগে শহরজুড়ে থাকা সমস্ত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র চিহ্নিত করে দ্রুত উদ্ধার করা। এই লক্ষ্যে বিশেষত স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভাঙড় ডিভিশন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি থানাকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি ও অভিযান চালাতে এবং দুষ্কৃতীদের কোনওভাবেই বেআইনি অস্ত্র মজুত বা ব্যবহার করার সুযোগ না দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় পুলিশ প্রশাসন।

উচ্চপদস্থ কর্তাদের নির্দেশ পাওয়ার পর শহরের প্রতিটি থানার পুলিশ বাহিনী, এমনকি গোয়েন্দা বিভাগও ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।

পুলিশের একাংশের মতে, ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই বেআইনি অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা বাড়বে। সেই কারণেই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলিতে নাকা তল্লাশি এবং গাড়ি পরীক্ষাও আরও কড়া করা হবে বলে সূত্রের খবর। সন্দেহভাজন যানবাহন ও ব্যক্তিদের উপর কড়া নজরদারি চালানো হবে।

শুধু অস্ত্র উদ্ধারই নয়, সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে তাদের উপর নিবিড় নজর রাখার দিকেও জোর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ভোটের মুখে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই বহুমুখী নজরদারি অভিযান আরও জোরদার হতে চলেছে।

ভোটের মুখে বীরভূমে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারির কয়েক দিনের মধ্যেই বীরভূম জেলায় বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বীরভূমের নলহাটি থানার অন্তর্গত কাদাসির গ্রাম এলাকায় বিস্ফোরক বোঝাই একটি ট্র্যাক্টর আটক করেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পরে সেটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার জেলাটিন স্টিক এবং ৩৬০টি ডিটোনেটর। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার রাতে কাদাসির গ্রামের রাস্তা দিয়ে একটি ট্র্যাক্টর যাওয়ার সময় তাদের সন্দেহ হয়। এরপর গ্রামবাসীরা ট্র্যাক্টরটি আটকানোর চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ট্র্যাক্টরটি তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত থাকার বিষয়টি সামনে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা নলহাটি থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্র্যাক্টর এবং বিস্ফোরকের চালানটি বাজেয়াপ্ত করে।

এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক কে বা কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল, কী উদ্দেশ্যে তা পাচার করা হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোনও বৃহত্তর চক্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে নলহাটি থানার পুলিশ।

নির্বাচনের আগে বীরভূমে এভাবে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, প্রথমে ট্র্যাক্টরটির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলেও, তার মধ্যে এত বিপুল বিস্ফোরক থাকতে পারে তা তারা কল্পনাও করতে পারেননি।

ভোটের আবহে এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

৩০ বছরেই আকাশছোঁয়া সাফল্যের যোগ কাদের ?

রবির স্থান হল মান-সম্মান, যশ এবং প্রতিপত্তির কারক। রবির ক্ষেত্রে যদি একটি পরিষ্কার খাড়া রেখা থাকে তবে সেটি অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়। গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ৩০ বছর বয়সের আশেপাশে এই রেখাগুলি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাহলে বিখ্যাত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। একে জ্যোতিষশাস্ত্রে "রাজযোগের" সমান মনে করা হয়। এই সময় থেকেই সৃজনশীল কাজ, ব্যবসা বা এমনকি রাজনীতির মাধ্যমেও ব্যক্তি খ্যাতির শিখরে পৌঁছাতে পারেন।

জীবনে সফল হতে কে না চায়? কেউ কেউ খুব অল্প বয়সেই সাফল্যের সিঁড়ি চড়ে ফেলেন, আবার কারও ভাগ্যের চাকা ঘোরে একটু বেশি বয়সে। বিশেষ করে ৩০ বছর বয়সটা অনেকের কাছেই একটা মাইলফলক। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার হাতের তালুতেই খোদাই করা থাকতে পারে আপনার বিশ্বখ্যাত হওয়ার রহস্যকিংবা লুকিয়ে থাকতে পারে কোনও বড়সড় পতনের সংকেত? সমুদ্রশাস্ত্র বা হস্তরেখাবিদ্যা অন্তত তেমনটাই দাবি করছে। হস্তরেখাবিদদের মতে, আমাদের হাতের তালুর রেখাতেই লুকিয়ে থাকে আগামী জীবনের উজ্জ্বল বা অন্ধকার অধ্যায়। বিশেষ করে হাতের তালুতে অনামিকা বা রিং ফিঙ্গারের ঠিক নিচে, যাকে আমরা রবির পর্বত বলি, সেখানে যদি বিশেষ কিছু চিহ্ন থাকে, তবে ৩০ বছর বয়সের পর সেই ব্যক্তির জীবন আমূল বদলে যেতে পারে। ৩০ বছরেই আকাশছোঁয়া সাফল্যের যোগ

রবির স্থান হল মান-সম্মান, যশ এবং প্রতিপত্তির কারক। রবির ক্ষেত্রে যদি একটি পরিষ্কার খাড়া রেখা থাকে তবে সেটি অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়। গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ৩০ বছর বয়সের আশেপাশে এই রেখাগুলি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাহলে বিখ্যাত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। একে জ্যোতিষশাস্ত্রে 'রাজযোগের' সমান মনে করা হয়। এই সময় থেকেই সৃজনশীল কাজ, ব্যবসা বা এমনকি রাজনীতির মাধ্যমেও ব্যক্তি খ্যাতির শিখরে পৌঁছাতে পারেন।

মুদ্রার উল্টো পিঠে লুকিয়ে কুখ্যাতি তবে মুদ্রার উল্টো পিঠও রয়েছে। সমুদ্রশাস্ত্রে বলা হয়, রবির পর্বত যদি খুব বেশি নিচু বা বসা হয় এবং সেখানে যদি কোনও 'তিল' বা 'জাল চিহ্ন' থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সামাজিক সম্মানহানির প্রবল সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে যদি কোনও রেখা রবি পর্বতকে আড়াআড়িভাবে কেটে দেয়, তবে তা আইনি জটিলতা বা কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত দেয়। শনির ক্ষেত্রটি (মধ্যমার নিচে) বিচার করা হয় ধৈর্য্য এবং কর্মফলের জন্য। যদি এখানে কোনও অশুভ ক্রস চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি ভুল পথে চালিত হয়ে দুর্নাম কুড়োতে পারেন। ৩০ বছরের পর যখন কেরিয়ার তুঙ্গে থাকার কথা, তখনই হঠাৎ কোনও স্ক্যান্ডাল বা গোপন তথ্য প্রকাশ্যে চলে আসার ফলে জীবনে কলঙ্কের যোগ তৈরি হতে পারে।

কর্ম না কি ভাগ্য?

হস্তরেখাবিদ্যা অনুযায়ী, কর্ম এবং ভাগ্য একে অপরের পরিপূরক। হাতের রেখা হয়তো সুযোগ বা বিপদের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগানো বা বিপদ এড়ানো নির্ভর করে আপনার পরিশ্রম ও সতর্কতার ওপর। যাঁদের হাতে অশুভ চিহ্ন রয়েছে, তাঁরা হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিলে এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে পারেন। আবার শুভ রেখা থাকলেও অলস ভাবে বসে থাকলে সাফল্য ধরা দেবে না। মনে রাখবেন, আলো যেখানে থাকে, অন্ধকারও সেখানেই ওত পেতে থাকে। তাই সাফল্যের রেখা দেখার পাশাপাশি নিজের হাতের ছোটখাটো ত্রুটিগুলোকেও অবহেলা করবেন না। সঠিক সময়ে সতর্ক হলে হয়তো বড় কোনও বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারেন।

ত্রিশ ছুঁতেই হাঁটুর ব্যথা ! মুক্তি পেতে যোগাসন প্রয়োজন

বয়স ত্রিশ ছুঁই, ঘিরে ধরছে হাঁটুর ব্যথা। শুয়ে থাকুন বা বসে, সর্বক্ষণই যেন জ্বালা। দাঁড়াতে গেলেও ব্যথা, বসতে গেলেও ব্যথা। সিঁড়ি ভাঙলে প্রবল যন্ত্রণা। এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী? ওষুধ, ডাক্তার সাময়িক নিরাময়ের কাজ করে চলে। কিন্তু একেবারে দূর করতে কি পদ্ধতি? পতঞ্জলির প্রতিষ্ঠাতা রামদেব বলছেন, দিনে দশ মিনিট দিন, তা হলেই চলবে। কিন্তু দশ মিনিটে ঠিক কী হবে? এই হাঁটুর ব্যথা দূরীকরণে মোট চারটি যোগাসন দিয়েছেন রামদেব। তাঁর কথায়, এই যোগাসনগুলি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করবে। হাঁটুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। পেশী ও টেন্ডনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশী-হাড়কেও সক্ষম করবে। কিন্তু সেই যোগাসনগুলি কী কী?এই যোগাসনের ক্ষেত্রে হাঁটু গেড়ে বসে গোড়ালির মাঝখানে চাপ দিতে হবে। এর জেরে গোড়ালি ও হাঁটু প্রসারিত হয়। রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। হাঁটুর জয়েন্টের মধ্যে নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। মকরাসন- এই যোগাসন 'কুমির ভঙ্গি' নামেও পরিচিত। যা মেরুদণ্ড এবং পিঠের নীচের অংশে তৈরি চাপ ও ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। মানসিক শান্তি তৈরি করে। সামগ্রিক রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে।

ত্রিকোণাসন- গোটা শরীরকে ত্রিভুজাকারে প্রসারিত করতে হবে। এটি মেরুদণ্ড, পা এবং কাঁধের পেশী প্রসারিত করে। হাঁটুর জোর বাড়ায়। হজমেও সাহায্য করে থাকে।

মালাসানা- এই যোগাসনকে অনেকে 'গারল্যান্ড পোজ' বা ভারতীয় স্কোয়টও বলে থাকেন। যা হাঁটুর জোর বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকরী একটি পদ্ধতি। এমনকি, হজম শক্তি বৃদ্ধিতেও অত্যন্ত উপযোগী।

তবে কেউ যদি এই সকল যোগাসন করতে না পারেন, তাঁদের জন্যও পথ বাতলে দিয়েছেন রামদেব। তিনি জানিয়েছেন, একটু-আধটু ব্যায়াম এবং হাঁটা চলা অত্যন্ত জরুরী। ওজন কমানো প্রয়োজন। যাতে হাঁটুতে তৈরি চাপ কমে।

চিয়া সিড কখন খেলে উপকার

অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার পর এ ধরনের খাবার হজমে সমস্যা হলে ডাক্তার পরামর্শ অনুযায়ী চিয়া সিড খেলে পেটের জ্বালাপোড়া কমে।

অনেকে রাতে বেশি অ্যাসিডিটির সমস্যা অনুভব করেন। ঘুমানোর ১ ঘণ্টা আগে চিয়া সিড খেলে রাতের বুক জ্বালা ও অস্বস্তি কমে।

সতর্কতা - দীর্ঘদিন নিয়মিত চিয়া সিড খাওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত অ্যাসিডিটি, পেটব্যথা, আলসারের সন্দেহ বা দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী চিয়া সিড খেতে হবে।

চিয়া সিড ভেজানো জল খেয়ে দিন শুরু করেন অনেকেই। এর উপকারিতা অনেক। সাম্প্রতিক সময়ে হজমের সমস্যা, গ্যাস ও অম্লতার উপশমে চিয়া সিড বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সঠিক সময়ে চিয়া সিড খেলে তা দ্রুত আরাম দেয় এবং পাকস্থলীর অস্বস্তি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কখন চিয়া সিড খেলে বেশি উপকার- খালি পেটে বা খাবারের আগে সাধারণত চিয়া সিড খালি পেটে অথবা খাবারের ৩০ মিনিট আগে খেলে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এতে পাকস্থলীর এসিড নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং বদহজম, বুকজ্বালা বা টক ঢেকুরের সমস্যা কমে।

আমলকির স্বাস্থ্য উপকারিতা

আমলকি, ভেষজ গুণে অনন্য একটি ফল।এর ফল ও পাতা দুটিই ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন অসুখ সারানো ছাড়াও আমলকি রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ সাহায্য করে। আমলকির গুণাগুণের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এখন আমলকির নির্যাস ব্যবহার করা হয়। আমলকিতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'সি'। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে তিন গুণ ও ১০ গুণ বেশি

ভিটামিন 'সি' রয়েছে। আমলকিতে কমলালেবুর চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

চলুন জেনে নিই আমলকি খাওয়ার ১০টি উপকারিতা সম্পর্কে :

১. আমলকি চুলের টনিক হিসেবে কাজ করে এবং চুলের পরিচর্যার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি কেবল চুলের গোড়া মজবুত করে তা নয়, এটি চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। এটি চুলের খুসকির সমস্যা দূর করে ও পাকা চুল প্রতিরোধ করে।

২. আমলকির রস কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলসের সমস্যা দূর করতে পারে। এছাড়াও এটি পেটের গোলযোগ ও বদহজম রুখতে সাহায্য করে।

৩. এক গ্লাস দুধ বা পানির মধ্যে আমলকি গুঁড়ো ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন। এ্যাসিডেটের সমস্যা কম রাখতে সাহায্য করবে।

৪. আধা চূর্ণ শুষ্ক ফল এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে খেলে হজম সমস্যা কেটে যাবে। খাবারের সঙ্গে আমলকির আচার হজমে সাহায্য করে। ৫. প্রতিদিন সকালে আমলকির রসের সঙ্গে মধু মিশে খাওয়া যেতে পারে। এতে ত্বকের কালো দাগ দূর হবে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে।

৬. আমলকির রস দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছড়াও চোখের বিভিন্ন সমস্যা যেমন চোখের প্রদাহ। চোখ চুলকানি বা পানি পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। আমলকি চোখ ভাল রাখার জন্য উপকারী। এতে রয়েছে ফাইটো-কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে জড়িও ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৭. প্রতিদিন আমলকির রস খেলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁত শক্ত থাকে। আমলকির টক ও তেতো মুখে রুচি ও স্বাদ বাড়ায়। রুচি বৃদ্ধি ও খিদে বাড়ানোর জন্য আমলকী গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য মধু ও মাখন মিশিয়ে খাওয়ার আগে খেতে পারেন।

৮. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়। কফ, বমি, অনিদ্রা, ব্যথা-বেদনায় আমলকি অনেক উপকারী। ব্রঙ্কাইটিস ও এ্যাজমার জন্য আমলকির জুস উপকারী।

৯. শরীর ঠাণ্ডা রাখে, শরীরের কার্য্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, পেশী মজবুত করে। এটি হৃদযন্ত্র, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধন করে। আমলকির আচার বা মোরব্বা মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দূর করে। শরীরের অপ্রয়োজনীয় ফ্যাট ঝরাতে সাহায্য করে।

১০. ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল লেভেলেও কম রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

কলা খাওয়ার সঠিক সময় ও পুষ্টিগুণ

কলা শুধু সুস্বাদুই নয়, শরীরের জন্য শক্তির জোগানদাতা ও নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলা খাওয়ার সময় অনুযায়ী এর উপকারিতা ভিন্ন হতে পারে। কলা খাওয়ার সময় : নাশতার সঙ্গে: দই, ওটস বা পাউরুটির সঙ্গে খেলে দিন শুরু হয় সতেজভাবে। দুপুর বা বিকেলে: খাবারের পর বা ক্ষুধা লাগলে কলা খেলে শক্তি ফেরে, মনও ভালো থাকে। হজম ও ওজন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা: খাবারের সঙ্গে: ফাইবার হজমপ্রক্রিয়া সহজ করে। অপক্ক কলা: এতে রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ থাকে, যা ভালো ব্যাকটেরিয়া বাড়ায় ও হজমে সাহায্য করে। খাবারের আগে: ভাত বা রুটি খাওয়ার আধঘণ্টা আগে কলা খেলে দ্রুত পেট ভরে যায়, অতিরিক্ত খাওয়া কমে।

স্ন্যাকস হিসেবে: দুপুর ও রাতের খাবারের মাঝখানে একটি কলা ক্ষুধা মেটায়, অতিরিক্ত ক্যালরি বাড়ায় না।

পুষ্টিগুণ: একটি মাঝারি কলায় থাকে প্রায় ১০৫ ক্যালরি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন সি ও বি৬। পাকা কলায় চিনি বেশি থাকলেও অপক্ক কলায় ফাইবার ও স্টার্চ বেশি থাকে।

ডায়াবেটিস ও কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মিষ্টি আলু

অল্প বয়সেই ক্রনিক রোগ বিশেষ করে ডায়াবেটিস, কোলেস্টরল ও হৃদ্‌রোগ বাড়তে থাকায় স্বাস্থ্যসচেতনতা এখন সময়ের দাবি। পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সহজলভ্য এবং পুষ্টিকর কিছু খাবার যোগ করলেই শরীর ভালো রাখা সম্ভব। এর মধ্যে মিষ্টি আলু বা রাঙা আলুকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মিষ্টি আলুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফাইবার, যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরল কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। নিয়মিত মিষ্টি আলু খেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণেও উপকার পাওয়া যায়। ধীরে হজম হওয়ায় এটা দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতেও কার্যকর। এতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন পরিণত হয়ে ভিটামিন এ তৈরি করে, যা চোখ ও ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। পাশাপাশি এতে প্রচুর পটাসিয়াম রয়েছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখে এবং কিডনির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টসমৃদ্ধ মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি এতে থাকা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাড়কে মজবুত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুষ্টিবিদরা তাই স্বাদে সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই সবজিটি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

লাল শাকের পুষ্টিগুণ

প্রতিদিন বাজার ভরে ওঠে নানা রকম শাক-সবজিতে। এদের মধ্যে অতি পরিচিত ও পুষ্টিগুণে ভরপুর লাল শাক। এটি শুধু খাবারের রং ও স্বাদ বাড়ায় না, বরং শরীরের প্রয়োজনীয় নানা পুষ্টির ঘাটতি পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত লাল শাক খেলে শরীর থাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। চলুন দেখে নেওয়া যাক লাল শাকের যত পুষ্টিগুণ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

লাল শাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন 'সি' ও বিটা-ক্যারোটিন। এগুলো শরীরের ভিতরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে এবং নানা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

রক্তশূন্যতা রোধে কার্য্যকর

এতে থাকা আয়রন, ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন 'এ' রক্তশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে নারীদের জন্য লাল শাক খুবই উপকারী।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

লাল শাকের ফাইবার ও পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। পাশাপাশি এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমাতে সহায়ক, যা হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

হজমশক্তি বাড়ায়

উচ্চমাত্রার খাদ্য আঁশ থাকার কারণে লাল শাক হজমে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং পেটের সমস্যা কমাতে ভূমিকা রাখে।

চোখের জন্য ভালো

লাল শাকে থাকা ভিটামিন 'এ' চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে এবং রাতকানা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

ত্বক ও চুলের যত্নে সহায়ক

লাল শাকে থাকা ভিটামিন 'সি' ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক উজ্জ্বল রাখে, বলিরেখা কমায় এবং চুল পড়া রোধে সহায়তা করে।

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার।

২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে। তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে: ২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

নারী নির্যাতন রুখতে দেশজুড়ে অভিযান চালানোর নির্দেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ১৮ মার্চ: বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বাড়তে থাকা ঘটনাকে রুখতে দেশজুড়ে সমন্বিত অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মন্ত্রিসভার সদস্য ও শীর্ষ সরকারি আধিকারিকদের দ্রুত এবং দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই নির্দেশ জারি হয়। পরে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি জানান, অতীতে ঘটে যাওয়া এবং বর্তমানে ঘটছে এমন সব ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজে এই ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলকে।

সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বহু স্তরে সংস্কারকে নিয়ে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কৌঁসুলি এবং বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে দ্রুত তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, জেলা স্তরে আদালতের কাঠামো আরও শক্তিশালী করে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার জন্য বিদ্যমান ট্রাইব্যুনালগুলিকেও আরও কার্যকর করার বিষয়টি বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঈদের সময় এবং তার পরপরই নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সেই কারণেই আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারি মহলের আশঙ্কা, এই ধরনের অপরাধ বাড়লে রাজনৈতিক প্রতিবাদও তীব্র হতে পারে, যা প্রশাসনের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করবে।

মন্ত্রিসভায় ঈদের ছুটির সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ার ফলে দোষীদের মধ্যে শাস্তিহীনতার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে বলেও বৈঠকে মত উঠে আসে।

এর আগে জানুয়ারিতে পুলিশি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, ২০২৫ সালে দেশে অপরাধের হার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। নারী ও শিশুরাই সেই সহিংসতার সবচেয়ে বড় শিকার। বার্তা-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে মোট ১,৮১,৭৩৭টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে উদ্ধারের ঘটনাসংক্রান্ত মামলাও রয়েছে। এর কিছু মামলা ২০২৪ সালের ঘটনাসংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাই ছিল সর্বাধিক।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনুস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিই অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। গত ১৮ মাসে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বাংলাদেশে বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। খুন, ডাকাতি এবং গণপিটুনির ঘটনাও একই সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে বাংলাদেশের বাংলা দৈনিক বণিক

তামিলনাড়ুতে কড়া নজরদারিতে দু'দিনে ২৩.২৮ কোটি টাকার নগদ ও সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

চেন্নাই, ১৮ মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে তামিলনাড়ু জুড়ে নজরদারি আরও কড়া করতেই মাত্র দু'দিনের মধ্যে ২৩.২৮ কোটি টাকার অঘোষিত নগদ অর্থ ও বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে বেআইনি প্রলোভন রুখতে কমিশনের এই তৎপরতা বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্চনা পটনায়কের জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন রুখতে তামিলনাড়ুর সবকটি ২৩৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

কমিশনের দাবি, ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ অর্থ বা সামগ্রী বিতরণের মতো বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানের অংশ হিসেবেই এই বাজেয়াপ্তের ঘটনা ঘটেছে।

কড়া নজরদারি নিশ্চিত করতে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৯টি করে ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ৯টি করে স্ট্যাটিক সার্ভেল্যান্স টিম মোতায়েন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, গোটা রাজ্যে মোট ২,১৬০টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং সমসংখ্যক ক্ষেত্র নজরদারি দল সক্রিয় রয়েছে। ফলে রাজ্যজুড়ে একটি বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও, আয়কর দফতর, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, শুল্ক দফতর-সহ বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত ২৫টি আন্তঃবিভাগীয় দল তল্লাশি ও অভিযানে অংশ নিচ্ছে। অঘোষিত টাকার লেনদেন, বেআইনি সামগ্রী বিলি এবং ভোট-সম্পর্কিত অন্য অনিয়ম চিহ্নিত করাই এই যৌথ অভিযানের মূল লক্ষ্য।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, প্রতিটি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী খরচের সর্বোচ্চ সীমা ৪০ লক্ষ টাকা। এই সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সে জন্য সমস্ত নির্বাচনী ব্যয়ের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং খুঁটিনাটি হিসাব নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে সারা রাজ্যে ১.৬৮ লক্ষ বেআইনি পোস্টার ও বিজ্ঞাপন অপসারণ করা হয়েছে বলেও জানান অর্চনা পটনায়ক। পাশাপাশি, বিভিন্ন বিধিভঙ্গের ঘটনায় ৬১টি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং একাধিক ক্ষেত্রে ফৌজদারি পদক্ষেপও শুরু হয়েছে।

তামিলনাড়ুর মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর রাজ্যে নির্বাচনের সময় অর্থবল এবং বেআইনি প্রলোভনের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের এই বাড়তি সতর্কতা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটারদের বেআইনিভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকাউকেই রেয়াত করা হবে না। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর যখন রাজনৈতিক প্রচার ক্রমশ জোরদার হচ্ছে, তখন অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক নজরদারি এবং দ্রুত পদক্ষেপের পথেই এগোচ্ছে কমিশন।

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে, একাধিক কেন্দ্রে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ

কলকাতা, ১৮ মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একাধিক কেন্দ্রে প্রকাশ্যে চলে এল। মঙ্গলবার রাত থেকেই পূর্ব বর্ধমান থেকে জলপাইগুড়ি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় অসন্তোষ, পদত্যাগের হুমকি এবং সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এসেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ও মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণার পরপরই দলীয় অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। খণ্ডঘোষে নবীনা বাগকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত ঘিরে দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ারি, প্রার্থী বদল না করা হলে ব্লক সভাপতি, একাধিক অঞ্চল সভাপতিসহ বহু পদাধিকারী দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এবং ভোটের প্রচারে নিষ্ক্রিয় থাকবেন।

বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতাদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, খণ্ডঘোষে নবীনা বাগকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে তাঁরা মানতে রাজি নন। এই অবস্থান জানিয়ে ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে একাধিক অঞ্চল সভাপতি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও খবর। তাঁদের অভিযোগ, দলের ভিতরে থেকে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তারাই এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন।

অন্যদিকে, দলের জন্মলগ্ন থেকে যারা লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, দিনের পর দিন বাড়িছাড়া থেকেছেন, তাঁদেরই এখন সংগঠনে কোণঠাসা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে মন্তেশ্বর কেন্দ্রে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নাম ঘোষণার পর পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামী এবং মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেনের সমর্থকদের মধ্যে দিগনগর গ্রামে সংঘর্ষ বেধে যায়। অভিযোগ, দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির পাশাপাশি বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাত পর্যন্ত ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই ঘটনায় অন্তত একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ কেন্দ্রেও প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। ওই কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় তাঁর নাম প্রার্থী তালিকায় না থাকায় দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ভারতীয় অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে, যিনি ২০১৮ এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে সোনা জিতে সুপরিচিত। ২০০৯ সালের উপনির্বাচনে প্রথম বিধায়ক হন। তারপর ২০১১ সাল থেকে টানা ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন।

প্রার্থী না হওয়া প্রসঙ্গে খগেশ্বর রায়ের অভিযোগ, "আমি আজ টাকার কাছে হেরে গেলাম। মুখ্যমন্ত্রী যখন কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়েছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। নিশ্চয়ই কোনও নেতা এমন টাকা দিয়েছেন, যার জন্য আমার নাম বাদ পড়ল। যে ব্যক্তি কোনও দিন তৃণমূলের জন্য কাজই করেননি, তাকেই আমার কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলেই তিনি দলীয় পদ ছেড়েছেন।

খগেশ্বর রায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের সময় থেকেই উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে, তাঁর অভাবে, রাজগঞ্জ কেন্দ্রে এই সিদ্ধান্তের জেরে তৃণমূলের ভরাডুবি হতে পারে, কারণ ওই কেন্দ্রে দলের সংগঠনের ভিত তিনিই তৈরি করেছিলেন।

কেরলে প্রার্থী তালিকা ঘিরে বিজেপিতে বাড়ছে অসন্তোষ, ভোটের আগে চাপে রাজ্য নেতৃত্ব

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ মার্চ: কেরল বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বিজেপির রাজ্য ইউনিটে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)-এর মতোই এবার বিজেপির অন্দরেও প্রার্থী বাছাই নিয়ে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ সামনে আসতে শুরু করেছে।

আগামী ৯ এপ্রিল কেরলে ভোটগ্রহণ। তার আগেই তিন প্রধান রাজনৈতিক শিবিরেই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসায় নির্বাচনী লড়াইয়ের আগে রাজনৈতিক সমীকরণ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

কেরলে বিজেপির ক্ষেত্রে এই অস্বস্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৪০ আসনের কেরল বিধানসভায় বর্তমানে দলটির কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই। ২০১৬ সালে ঐতিহাসিকভাবে জেতা তিরুবনন্তপুরম জেলার নেমম আসনও পরবর্তীতে হাতছাড়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে পুনরায় জমি শক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে দলটি, সাম্প্রতিক অসন্তোষ সেই প্রচেষ্টায় নতুন বাধা তৈরি করেছে।

দলের প্রথম প্রার্থী তালিকায় প্রবীণ নেতা কুম্মানম রাজশেখরন এবং পি.এস. শ্রীধরন পিল্লাইয়ের নাম না থাকায় ক্ষোভ তীব্র হয়েছে। দু'জনেই প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল। তাঁদের বাদ দেওয়ায় তৃণমূল স্তরের বহু কর্মী প্রকাশ্যে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের জন্য কাজ করা প্রবীণ নেতাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।

অসন্তোষ শুধু নেতৃত্বের স্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, একাধিক জেলায় কর্মীরা রাস্তায় নেমে এসেছে। বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে জেলা সভাপতি সন্দীপ বচস্পতিকে চেঙ্গান্নুর থেকে সরিয়ে হরিপাড আসনে প্রার্থী করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে। স্থানীয় কর্মীদের একাংশের দাবি, চেঙ্গান্নুরে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা বেশি ছিল, ফলে এই বদল দলের সম্ভাবনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এছাড়াও, কড়ুথুরুত্তি আসনে রেজি লুকোসকে বাদ দিয়ে আসনটি বিডিজেএস-কে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বিশেষ করে, নানানয়া সম্প্রদায়ের একাংশ এতে অসন্তুষ্ট বলে জানা যাচ্ছে। এর ফলে খ্রিস্টান ভোটব্যাঙ্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আরএসএস ঘনিষ্ঠ মহলেও অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। অরুনমূলা এবং রান্নির মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে বিবেচনা না করায় প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে, শ্রীধরন পিল্লাই পরবর্তী প্রার্থী তালিকায় স্থান পাবেন কি না, তা নিয়েও জল্পনা বাড়ছে।

রাজ্য বিজেপির বর্তমান নেতৃত্ব, বিশেষ করে রাজীব চন্দ্রশেখরের ভূমিকা নিয়েও দলের অন্দরে সমালোচনা বাড়ছে। একাংশের অভিযোগ, কেরলের রাজনৈতিক বাস্তবতা যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যদিও রাজ্য নেতৃত্ব পরিস্থিতিকে গুরুত্বহীন দেখানোর চেষ্টা করেছে। তাদের দাবি, মতভেদ দ্রুত মিটে যাবে এবং খুব শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। তবে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের আগে চাপ বাড়ছে। প্রবীণ নেতাদের যথাযথভাবে সমন্বয় করা না গেলে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও তীব্র হতে পারে, যা নির্বাচনে বিজেপির সম্ভাবনাকে বড় ধাক্কা দিতে পারে।

প্রদ্যুত বরদলৈয়ের কংগ্রেস ত্যাগে 'দুঃখজনক', বললেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: অসমের লোকসভা সাংসদ প্রদ্যুত বরদলৈয়ের কংগ্রেস ছাড়াকে 'দুঃখজনক' ও 'খুবই অনুতাপজনক' বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, টিকিট বণ্টন নিয়ে অসন্তোষ থেকেই এই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকতে পারে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, "এটি খুবই দুঃখজনক। আমার মনে হয়, একটি টিকিট বণ্টন নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেলে ভালো হত। বিষয়টি সত্যিই অনুতাপজনক।"

মঙ্গলবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রদ্যুত বরদলৈ। এর মাধ্যমে দলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্কের অবসান ঘটে। যদিও ১৭ মার্চের তারিখে লেখা সংক্ষিপ্ত ওই চিঠিতে পদত্যাগের নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি, সূত্রের দাবি, দলীয় অসন্তোষ এবং অসমের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সমীকরণের জেরেই এই সিদ্ধান্ত।

এদিকে, পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব বলেন, কংগ্রেস এই পদত্যাগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই দেখছে। তাঁর কথায়, "বিজেপি প্রায়ই এ ধরনের ভাঙন তৈরি করে। এতে দলের মূল আদর্শে আঘাত না লাগলেও, নির্বাচনের সময় এর প্রভাব পড়তে পারে। শীর্ষ নেতৃত্ব অবশ্যই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে।"

শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের নেতাদের বারবার বিজেপিতে টেনে নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের নেতাদের বিজেপির দিকে টেনে নেওয়া এবং এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও দলবদল করানো উদ্বেগের বিষয়।"

একই সুরে সমাজবাদী পার্টির মুখপাত্র আশুতোষ বর্মা বলেন, এই পদত্যাগের পিছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে। তিনি বলেন, "হয় তিনি কংগ্রেসে প্রাপ্য সম্মান পাননি, নয়তো তাঁর উপর বাহ্যিক চাপ ছিল। গত কয়েক বছরে বহু বিরোধী নেতা বিজেপির দিকে গিয়েছেন।"

সূত্রের খবর, প্রদ্যুত বরদলৈ সম্প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে একটি চিঠি লিখে দলের কার্যপদ্ধতি এবং অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেই চিঠি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া না আসায় তাঁর ক্ষোভ আরও বেড়ে যায় বলেই মনে করা হচ্ছে।

অসম কংগ্রেসে এই পদত্যাগ নতুন করে অস্বস্তি বাড়াল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। আসন্ন নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে এই ঘটনায় রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলেও জল্পনা শুরু হয়েছে।

অসমে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৮৬.৫ শতাংশ কমেছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১৮ মার্চ: অসমে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ৮৬.৫ শতাংশ কমেছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার তিনি জানান, মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাই তাঁর সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ রুখতে তাঁর সরকার ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে এই ধরনের অপরাধ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান জারি থাকবে বলেও তিনি স্পষ্ট করেছেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লিখেছেন, "আমার মা ও বোনেদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়। সেই কারণেই আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কিন্তু এমন দিন না আসা পর্যন্ত আমরা থামব না, যেদিন এই ধরনের অপরাধ শূন্যে নেমে আসবে।"

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বর্তমান সরকারের আমলে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৮৬.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তাঁর কথায়, কঠোর আইন প্রয়োগ, নজরদারি ব্যবস্থার উন্নতি এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের ফলেই এই সাফল্য এসেছে।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়াকড়ি বাড়ানোর পাশাপাশি নজরদারি ব্যবস্থাও উন্নত করা হয়েছে এবং মহিলাদের সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসম পুলিশ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ মোকাবিলায় বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছে। অভিযোগের দ্রুত তদন্ত, টহলদারি বৃদ্ধি এবং অপরাধের ঘটনা জানাতে উৎসাহ দিতে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হয়েছে।

এছাড়াও, মহিলাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মহিলা থানাগুলিকে আরও শক্তিশালী করা, বিশেষ পুলিশকর্মী মোতায়েন এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যদিও অপরাধের পরিসংখ্যান কমার প্রবণতাকে উৎসাহজনক বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তবু তিনি বলেন, গোটা রাজ্যে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতেই সরকার বদ্ধপরিকর। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে উন্নত আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক সাফল্যের বার্তা তুলে ধরার প্রচেষ্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

চা-জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাশে অসম সরকার দৃঢ়ভাবে রয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

গুয়াহাটি, ১৮ মার্চ: চা-জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের "মর্যাদা, অধিকার এবং ভবিষ্যৎ" রক্ষায় অসম সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বুধবার ফের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, রাজ্যের চা-বাগান শ্রমিক পরিবারগুলির জমির অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ়ভাবে তাদের পাশে রয়েছে।

এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চা-জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সম্প্রদায় তাঁদের "ঘাম ও ত্যাগ"-এর মাধ্যমে অসমের পরিচয় গড়ে তুলেছেন। সেই অবদানের স্বীকৃতি দিতেই রাজ্য সরকার তাঁদের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চা-বাগান শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে অসম সরকার যে একাধিক প্রকল্প চালু করেছে, তারই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক এই সম্প্রদায়ই রাজ্যের চা-শিল্পের মূল ভিত্তি বলে মনে করা হয়।

সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 'মুখ্যমন্ত্রীৰ এটি কলি দুটি পাত' প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষেরও বেশি চা-বাগান শ্রমিককে এককালীন ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২৭টি জেলার ৮৩৬টি চা-বাগান এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। ৩০০ কোটিরও বেশি টাকার ব্যয়ে চালু হওয়া এই প্রকল্পকে অসমের ২০০ বছরের পুরনো চা-শিল্পে শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এছাড়াও, শ্রমিক লাইনে বসবাসকারী চা-বাগান শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার কাজেও এগিয়েছে সরকার। এই পদক্ষেপকে সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি অধিকার ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও চা-বাগান এলাকাগুলিতে ১০০টি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এর আগে ১২০টিরও বেশি স্কুল ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত বঞ্চনা দূর করে পড়াশোনার সুযোগ বাড়ানোই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক ক্ষেত্রেও সরকার একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা, বিমা সুবিধা, মোবাইল ক্রেশ এবং স্যানিটেশন পরিকাঠামো উন্নয়ন, যাতে চা-বাগান এলাকার জীবনযাত্রা ও কর্মপরিবেশের মান আরও উন্নত হয়।

তরুণ প্রজন্মের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ, বৃত্তি বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতেও জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে চা-জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট জানিয়েছেন, চা-বাগান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের এই সংযোগ কোনও সাময়িক উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাঁর কথায়, "এই যাত্রা সবে শুরু", এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে অসম সরকার আগামী দিনেও এই প্রচেষ্টা জারি রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভোটে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের কাজেও নজরদারি, বিশেষ মনিটরিং সেল গড়ছে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৮ মার্চ: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সাধারণ, পুলিশ ও ব্যয় পর্যবেক্ষকদের কাজের উপর দৈনিক নজরদারির ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের অধীনে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করা হচ্ছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এই বিশেষ সেল কাজ করবে।

কমিশন-নিযুক্ত পর্যবেক্ষকদের দৈনন্দিন ভূমিকা ও কার্যকলাপ খতিয়ে দেখে প্রতিদিনই তাদের পর্যবেক্ষণ-রিপোর্ট নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে পাঠানো হবে বলে সিইও দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটমুখী চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে প্রতিটি বিধানসভা আসনের জন্য একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক রাখা হয়েছে। এই সঙ্গে রাজ্যে থাকছেন ৮৪ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, যা ভোটমুখী সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক। এছাড়া ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে, যা এ ক্ষেত্রেও অন্যতম সর্বোচ্চ।

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য, গোটা ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ করা। সিইও দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, কমিশন চায় যাতে পর্যবেক্ষকদের কাজও নিয়মিত পর্যালোচনার আওতায় আসে এবং এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না ওঠে।

কমিশনের এই পদক্ষেপকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সেই অঙ্গীকারের সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হচ্ছে, যেখানে তিনি চলতি মাসের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও হিংসামুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

একইসঙ্গে এই বার্তাও দেওয়া হচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশনের নজরদারি শুধু রাজ্য সরকারের আমলা বা পুলিশকর্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কমিশন-নিযুক্ত পর্যবেক্ষকরাও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকবেন। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলিরও জবাব দিতে চাইছে কমিশন।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে ইতিমধ্যেই ভোটমুখী তামিলনাড়ুতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তার পাশাপাশি রাজ্যের আরও দুই সচিবকে অন্য ভোটমুখী রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁরা হলেন, পূর্ত দফতরের সচিব অন্তরা আচার্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সচিব পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি। তবে জানা গিয়েছে, এই দুই আমলাই অন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে তাঁদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে।

টিটিএএডিসি নির্বাচন এগিয়ে আনার পক্ষে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত বিধানসভায়

আগরতলা, ১৮ মার্চ: দলমত নির্বিশেষে বিরল ঐক্যের নজির গড়ে ত্রিপুরা বিধানসভায় টিটিএএডিসি নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনার পক্ষে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। বুধবার গৃহীত এই প্রস্তাবে ১৩ এপ্রিলের পরিবর্তে ১২ এপ্রিল ভোট গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বিধানসভার জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশন ১৩ এপ্রিল ভোটের দিন নির্ধারণ করেছে, যা বিজু-সহ বিভিন্ন আদিবাসী উৎসব এবং পয়লা বৈশাখের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এই দিনেই আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিজু ও অন্যান্য উৎসব রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে বাঙালিদের নববর্ষ। তাই আমরা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে তারিখ এগিয়ে আনার আবেদন জানানো উচিত।

এর পাশাপাশি, তিনি ১৭ এপ্রিল নির্ধারিত গণনার দিন পুনর্বিবেচনারও প্রস্তাব দেন। তার মতে, ফলাফল ঘোষণার সময় অন্যান্য রাজ্য, যেমন তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। উল্লেখ্য, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণের সুপারিশ পাঠানো হবে।

সহিংসতামুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে ৫টি রাজ্য ওকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৫ লক্ষেরও বেশি কর্মী নিয়োগ করেছে ইসিআই

আগরতলা, ১৮ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ১৫ মার্চ অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং ৬টি রাজ্যে উপনির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

৫টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পন্ন করার জন্য ২৫ লক্ষেরও বেশি নির্বাচনকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই নির্বাচনে ভোটদানে যোগ্য মোট ভোটারের সংখ্যা ১৭.৪ কোটিরও বেশি। অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৭০ জন ভোটারের জন্য ১ জন নির্বাচনকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচনসূচি ঘোষণা করার সময় বলেন যে, নির্বাচনকর্মীদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বাচন সহিংসতামুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত হয় এবং প্রত্যেক ভোটার যেন ভয় বা পক্ষপাত ছাড়াই ভোট দিতে পারেন।

নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ পোলিং কর্মী, ৮.৫ লক্ষ নিরাপত্তা কর্মী, ৪০ হাজার গণনা কর্মী, ৪৯ হাজার মাইক্রো অবজারভার, ২১ হাজার সেক্টর অফিসার, ১৫ হাজার গণনার জন্য মাইক্রো অবজারভারসহ অন্যান্য কর্মী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

মাঠপর্যায়ের নির্বাচন ব্যবস্থা, যার মধ্যে ২.১৮ লক্ষেরও বেশি ব্লক লেভেল অফিসার (ক্ষজ্রঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত, তারা ফোন কলের মাধ্যমে এবং ক্ষঞ্জজঞ্জুব্রষ্ঠ অ্যাপের "বুক-এ-কল টু ক্ষজ্রঞ্জ" সুবিধার মাধ্যমে ভোটারদের জন্য উপলব্ধ রয়েছেন। এছাড়াও ,৯১ (এসটিডি কোড) ১৯৫০ নম্বরে কল সেন্টার পরিষেবা রয়েছে, যেখানে ডিইও/আরও স্তরে যেকোনো অভিযোগ বা প্রশ্ন নথিভুক্ত করা যায়।

নিয়োজিত সমস্ত কর্মীকে গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৮এ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রতিনিযুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

সাধারণ নির্বাচন ও উপনির্বাচনের সময় কমিশনের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করার জন্য ৮৩২টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১,১১১ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫৭ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ১৮৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ৩৬৬ জন ব্যয় পর্যবেক্ষক রয়েছেন। অধিকাংশ কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ইতিমধ্যেই তাঁদের নির্ধারিত বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছে গেছেন।

পর্যবেক্ষকরা তাঁদের যোগাযোগের বিবরণ শেয়ার করবেন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অথবা সাধারণ জনগণের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন-সংক্রান্ত অভিযোগ ও সমস্যার কথা শুনবেন। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উপ-নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা সভা, উপস্থিত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার ৫৬ নং ধর্মনগর কেন্দ্রে আসন্ন উপ-নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার ব্রিজেশ পান্ডে।

সভায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল সিইও ঊষাজন মগ, পুলিশ অবজারভার সিতেশ বিনো, এডিশনাল ডিজিপি (এপি) জি.এস. রাও, উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক চান্দনী চন্দ্রান, জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

সভা শেষে চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার ধর্মনগরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের স্ট্রং রুম পরিদর্শন করেন এবং কয়েকটি ভোটদান কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া যেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উপ-নির্বাচনকে ঘিরে প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে ককবরক ভাষা ও লোকঐতিহ্য নিয়ে একদিনের কর্মশালা

সাব্রুম, ১৮ মার্চ: ককবরক ভাষা ও লোকঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে সব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের কর্মশালা। কলেজের ককবরক বিভাগ উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ও সংখ্যালঘু ভাষা পরিচালনালয়ের আর্থিক সহায়তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কলেজের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই কর্মশালার মূল বিষয় ছিল ককবরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মৌখিক ঐতিহ্য, লোককাহিনি, লোকসংগীত ও নৃত্যরূপ।

অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ দেববর্মা এবং প্রশান্ত দেববর্মা। কর্মশালায় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ অনুপম গুহ।

বক্তারা বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। অধ্যক্ষ অনুপম গুহ জানান, ভারত বৈচিত্র্যের দেশ, তাই মাতৃভাষা রক্ষায় সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

অনুষ্ঠানের টেকনিক্যাল সেশনে সব্রুমের লোকশিল্পী খেচাধন ত্রিপুরা ককবরক লোকসংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পাশাপাশি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা লোকনৃত্য, আবৃত্তি ও গল্প বলার উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কর্মশালার সূচনা ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন ককবরক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অজয় দেববর্মা এবং শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ড. তপন শীল।

নতুন চাকরির বদলে পুন

● প্রথম পাতার পর

ছিল ৮৪ জন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা দাঁড়িয়েছে ৪৯ জনে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এই পুনঃনিয়োগের ঘটনা ঘটেছে।

উপস্থাপিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২৩-২৪ সালে ৭১ জনকে একবার, ১৮ জনকে দু'বার এবং একজনকে চারবার পর্যন্ত পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে ২০২৪-২৫ সালে ৫৮ জনকে একবার এবং ২৬ জনকে দু'বার পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, প্রশাসনিকভাবে একই ব্যক্তিদের বারবার কাজে যুক্ত করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যেখানে নতুন প্রার্থীদের জন্য সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে।

এই বিষয়টি ঘিরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, এর ফলে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

রাজ্যের পাঁচ জেলায় কমলা

● প্রথম পাতার পর

সতর্কতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিমি উপরে মধ্য অসম এবং তার আশপাশ এলাকাগুলোতে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে এবং কোথাও কোথাও বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি কিছু এলাকায় দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিধানসভা অভিযান ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

শার্ট ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, চশমাও ভেঙে গেছে। যারা রাস্তায় আমাকে নির্যাতন করেছে, সেই পুলিশকর্মীদের ছবি আমাদের কাছে রয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না," বলেন তিনি।

এক দেশ এক নির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে সংবিধান (একশো উনত্রিশতম সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪। প্রথম বিলটির লক্ষ্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের সময়সূচি সমন্বিত করার সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করা, আর দ্বিতীয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি পরিবর্তনের কথা বলছে।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই বিলদুটি সংসদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার পক্ষের যুক্তি হল, ঘনঘন নির্বাচনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি, মডেল কোড অব কন্ডাক্ট জারির ফলে প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন এবং নীতিনির্ধারণে ব্যাঘাত কমানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতাও বাড়তে পারে বলে মত সমর্থকদের।

তবে এই প্রস্তাব ঘিরে নানা সংশয়ও সামনে এসেছে। সমালোচকদের মতে, একযোগে নির্বাচন চালু করতে গেলে কেন্দ্র-রাজ্য কাঠামো, আঞ্চলিক ইস্যুর গুরুত্ব, বিধানসভার অকাল ভঙ্গের পরিস্থিতি, দলবদল-বিরোধী আইন এবং একাধিক সাংবিধানিক সংশোধনের প্রশ্ন সামনে আসবে।

জেপিসি গঠনের পর থেকে কমিটি ইতিমধ্যেই একাধিক বৈঠক করেছে। সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং আইন কমিশনের মতামতও নেওয়া হয়েছে। বাস্তবায়নের সম্ভাবনা, আইনি জটিলতা, লজিস্টিক প্রস্তুতি এবং গণতান্ত্রিক প্রভাব সব দিকই খতিয়ে দেখছে কমিটি।

'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে জেপিসির সুপারিশ এখন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বুধবার লোকসভার সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র আরও বিস্তৃত ও গভীর পর্যালোচনার পথেই এগোতে চাইছে।

ত্রিপুরা বিধানসভার নয়া অধ্যক্ষ হিসেবে রামপদ জমাতিয়াকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৮ মার্চ: ত্রিপুরা বিধানসভার নয়া অধ্যক্ষ হিসেবে রামপদ জমাতিয়া নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। তাঁর কার্যকাল যাতে স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং মানুষ মনে রাখেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে আজ স্পিকার (অধ্যক্ষ) হিসেবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। তিনি প্রাক্তন প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি। আজ পবিত্র বিধানসভার স্পিকারের মতো গর্বের আসন অলঙ্কৃত করলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে তিনি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আজ পবিত্র বিধানসভায় হিন্দিতে খুব সুন্দরভাবে বক্তব্য রেখেছেন। মনে হয়েছে বিধানসভায় বাতাবরণ পুরোপুরি পরিবর্তন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা খুব খুশি যে সবদিক দিয়ে এমন একজন সুযোগ্য স্পিকার পেয়েছি। এটা এমন একটা স্থান, যা নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান অর্থাৎ বিধানসভা। সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই স্থানে থাকতে হয়। সকলেই এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আমি আশা করি উনি উনার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবেন। আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং লিডার অফ দি হাউজ হিসেবে তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি আগামীদিনে তিনি এমন কাজ করে যাবেন যেটা আগামী ভবিষ্যত ও পরবর্তী সময়ে মানুষ সবসময় মনে রাখবেন যে এমন একজন সুযোগ্য স্পিকার ত্রিপুরা বিধানসভায় ছিলেন। তাঁর পথচলা শুভ হোক - এই কামনা করছি।

ভাতা ও ঘর থেকে বঞ্চিত সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, সরকারি সাহায্যের আর্জি

আগরতলা, ১৮ মার্চ: দীর্ঘ ১০ বছর পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেও আজ ভাতা ও বাসস্থানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের বাসিন্দা বুদ্ধ লক্ষ্মী দেববর্মা। বর্তমানে ৭২ বছর বয়সে জীবিকা নির্বাহের জন্য এখনও পরিশ্রম করতে হচ্ছে তাকে। জানা যায়, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে টানা দশ বছর পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে এলাকায় কাজ করেন। তবে সেই সময় ক্ষমতায় থেকেও নিজের জন্য কোনও সরকারি সুবিধা গ্রহণ করেননি বলে দাবি তার।

বর্তমানে তার কাছে বিপিএল কার্ড থাকলেও এখনও পর্যন্ত জোটেনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কিংবা কোনও সরকারি ভাতা। তার বসতঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাকে।

বুধবার দুপুরে নিজের বাড়িতে বসেই রাজ্য সরকারের কাছে সহায়তার আবেদন জানান বুদ্ধ লক্ষ্মী দেববর্মা। তিনি জানান, জীবনের দীর্ঘ সময় মানুষের সেবায় কাটালেও আজ তিনি নিজেই অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। উল্লেখ্য, একসময় সিপিআইএমের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই প্রবীণ নেত্রীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তার মতো একজন প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি সরকারি সহানুভূতি ও দ্রুত সহায়তার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০১৮ সালে আমাদের সরকার আসার পর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। আর সেই কাজ শুধু ১২ জন মন্ত্রী কিংবা জনপ্রতিনিধিরা করছেন সেটা নয়, এর কৃতিত্ব সকল অংশের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। বিগত ১৩ মার্চ এই পবিত্র বিধানসভায় রাজ্যপাল ভাষণ রাখেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মোট ১২ জন বিধায়ক ১৪৭টি সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করেছেন। আমি এসব দেখে কার্যত অবাক হয়েছি। কেননা সবসময় বিরোধিতা করা যথাযথ নয়। এক্ষেত্রে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বিধানসভায় পবিত্রতা বজায় রাখা হলে এর মানও অনেক বাড়বে।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যপাল কি ভাষণ রেখেছেন সেই কপি অনেকেই পড়েন নি। যদি সেই বই পড়তেন তবে এধরণের সংশোধনী আনতেন না তাঁরা। প্রতিটি বিষয় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ভাষণ উত্থাপন করেছেন রাজ্যপাল। আমার মনে হয় এসব শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা এবং সংশোধনী - এসব একটা গতানুগতিক ব্যবস্থা। ডাঃ সাহা বলেন, ২০১৮ সালের আগে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যা ছিল, তুলনামূলকভাবে এখন যেভাবে উপরের দিকে যাচ্ছে সেই তুলনায় অনেক কম ছিল। জিএসডিপির বৃদ্ধির হার ৩,২,৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০১৮ সালের পর থেকে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন থেকে ১০ থেকে ১১ শতাংশের কাছাকাছি। যেখানে জাতীয় গড় ৭.৪। আমাদের জিএসডিপি আজ প্রায় ১ লক্ষ ৭৯৫ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। আমাদের সরকার আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন করেছে। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৮৭.৭৫। আর আজ সেটা বেড়ে হয়েছে ৯৫.৬। যে কারণে এখন ত্রিপুরা দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউনিসেফের যাবতীয় নির্দেশিকা মেনেই এই মর্যাদা অর্জন করেছে ত্রিপুরা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে নতুন কলেজ হচ্ছে। ত্রিপুরার ভবিষ্যতের ভিত্তিতে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার আমবাসা, কাকড়াবন ও করবুকে তিনটি নতুন সরকারি ডিগ্রি কলেজ গড়ে তুলে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। সিপাহীজলা জেলার নলছড়ে ছাত্রীদের জন্য একটি কলেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলার ওমেন্স কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য এবার বিল আনা হয়েছে। যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। ত্রিপুরা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিকে স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের গুণগত কোচিং প্রদানের চেষ্টা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে আগরতলা, উদয়পুর ও আমবাসায় ত্রিপুরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

● প্রথম পাতার পর

নোয়াতিয়া এবং সমর্থন করেন চিফ হুইপ কল্যাণী সাহা রায়।

সমস্ত প্রস্তাব খতিয়ে দেখার পর বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়। অন্য কোনও প্রার্থী না থাকায় এবং কোনও বিরোধিতা না থাকায় রামপদ জমাতিয়াকে সর্বসম্মতভাবে স্পিকার পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, এর একদিন আগে বিধানসভার সচিব এ.কে. নাথের কাছে স্পিকার পদে মনোনয়নপত্র জমা দেন রামপদ জমাতিয়া।

নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, চিফ হুইপ কল্যাণী সাহা রায়, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, টিপরা মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা এবং কংগ্রেস বিধায়ক বিরাজিত সিনহা সহ অন্যান্যরা।

শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাউসের নেতা হিসেবে বলতে চাই, আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে পেয়েছি যিনি দুইবারের বিধায়ক, রাজনীতি ও সমাজসেবায় যুক্ত থেকেছেন এবং মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। আমি ত্রিপুরার জনগণ ও ট্রেজারি বেঞ্চের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নতুন ইতিহাস গড়বেন।

অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই আমি তাঁকে চিনি। এই আসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী বেঞ্চ ছোট হলেও আমরা যেন কথা বলার সুযোগ পাইএই প্রত্যাশা রাখছি। তিনি যেন হাউসের মর্যাদা বজায় রাখেন।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে কুমারঘাটে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৮ মার্চ : আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ২-মাছমারা ও ৪-করমছড়া (এসটি) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারগণ আজ কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠক করেন। সভায় ২-মাছমারা কেন্দ্রের আরও এনএস চাকমা ও ৪-করমছড়া (এসটি) জেলা পরিষদ কেন্দ্রের আরও ডেভিড হালাম, এসডিপিও উৎপলেন্দু দেবনাথ সহ অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক, বিজেপি, সিপিআই (এম), আইএনসি এবং তিপরা মথা পার্টির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বদলীয় সভায় আরওগণ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধভাবে সম্পন্ন করতে সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চেয়েছেন। পাশাপাশি নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি মেনে চলার জন্যও আহ্বান জানান। নির্বাচনী প্রচারে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন লাগানো, প্রচারপত্র বিলি, প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়া ও মনোনয়নপত্র জুটিনির সময় যে সমস্ত নিয়মাবলী অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কেও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। সভায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণও নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

গড়িয়া পূজার দিনে এডিসি ভোট নিয়ে আপত্তি, পুনঃনির্ধারণের দাবি বিজেপির

আগরতলা, ১৮ মার্চ: ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের নির্ধারিত দিন আগামী ১৩ এপ্রিল যা গড়িয়া পূজার সঙ্গে একই দিনে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের দিন পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি।প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এক চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, গড়িয়া পূজা ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, ফলে সাধারণ মানুষের ভোটগ্রহণে অংশগ্রহণ ব্যাহত হতে পারে।তিনি আরও উল্লেখ করেন, একই দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভোটারদের মধ্যে অসুবিধা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ভোটদানের হার কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ় ও অংশগ্রহণমূলক করতে ভোটের দিন অন্য কোনও উপযুক্ত তারিখে নির্ধারণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শিক্ষকদের নিয়মিত করণের

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, এসএসএ শিক্ষকরা আরটিই আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডি.এল.এড সম্পন্ন করেছেন। পাঠদানের পাশাপাশি বুথ-লেভেল দায়িত্ব, মিড-ডে মিল পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

পল ডাংশু রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা বিশেষ অনুমতি পিটিশন (এসএলপি) প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। তার মতে, এতে রাজ্যের আর্থিক চাপ কমবে। তিনি বলেন, এসএলপি প্রত্যাহার করা হলে শিক্ষকদের বেতনের মাত্র ১০ শতাংশ রাজ্যকে বহন করতে হবে, বাকিটা কেন্দ্র সরকার দেবে।

এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, ২০০-রও বেশি শিক্ষক চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু তাদের পরিবারের জন্য পেনশন বা 'ডাই-ইন-হারনেস' সুবিধা নেই। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে সকল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের জন্য সম্মানজনক বেতন ও স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানান তিনি।

এই দাবিকে সমর্থন করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি একে অপূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন। অসমসহ কয়েকটি রাজ্যে এসএসএ শিক্ষকদের পূর্ণ সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান এবং বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন, বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আইন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও তিনি জানান।

দিল্লি ও ইন্দোরে

● প্রথম পাতার পর

জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, বুধবার ভোররাতে ওই বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়িটি ব্যবসায়ী মনোজ নামে এক ব্যক্তির। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বাড়ির বাইরে চার্জে লাগানো একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে শর্ট সার্কিটের জেরে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন পুরো তিনতলা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।

ইন্দোরের জেলা শাসক শিবম বর্মা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে ১০ জনেরও বেশি মানুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ৬ জনকে বাঁচানো যায়নি। দুই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেই প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

বেসরকারি নিরাপত্তা

● প্রথম পাতার পর

সিকিউরিটি এজেন্সিস (রেগুলেশন) আইন' অনুযায়ী রাজ্য সরকারের নিয়ম প্রণয়ন এবং সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকলেও ত্রিপুরায় এখনও প্রয়োজনীয় বিধি তৈরি করা হয়নি। এর ফলে কোনও পরিদর্শন ব্যবস্থা নেই, কর্মীদের ডিউটি সময়, ন্যূনতম মজুরি বা অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কেও তারা অজ্ঞাত, যার সুযোগ নিয়ে ব্যাপক শোষণ চলছে।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা সভানেতা ডা. মানিক সাহার কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আবেদন জানান। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়াও, জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অব ত্রিপুরা-এর অধীনে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বহু প্রার্থী এখনও নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে জানান তিনি। ১০০ শতাংশ রোস্টার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে আইনি সমস্যার সৃষ্টি হলেও আদালতের রায় সত্ত্বেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জানান, উত্থাপিত উভয় বিষয়েই সরকার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা বিধানসভায় উপস্থাপন করা হবে।

দুর্ঘটনায় নিহত তরুণ সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

করা হয়, যা এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে ঘটনার পর থেকেই চালক পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও পাইখোলা থেকে উদয়পুরে সবজি কিনতে যাওয়ার পথে ট্রাকটি নন্দন চক্রবর্তীর স্কুটিতে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই আকস্মিক ঘটনায় রাজ্যের সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল, সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ সহ অন্যান্য সদস্যরা প্রয়াত সাংবাদিকের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

ময়নাতদন্তের পর মরদেহ আগরতলার রামনগরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং 'স্যন্দন' পত্রিকা দপ্তরে সহকর্মীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শেষে বটতলা মহাশ্মশান ঘাটে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।

প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সাংবাদিক মহলসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

াঙ্গন

রাজেশ-রোহনের স্পিন বিষে নীল ফ্রেন্ডস সহজেই জয়ে ফিরলো ওল্ড প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ‘এ” ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে দাপুটে জয় তুলে নিল ওল্ড প্লে সেন্টার। বুধবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৬তম ম্যাচে তারা ৬ উইকেটে পরাজিত করলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ব্যাটারদের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে অতি সহজেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ওল্ড প্লে সেন্টার।ব্যাটিং বিপর্যয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের আজ এই অবস্থা হয়েছে। এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। কিন্তু ওল্ড প্লে সেন্টারের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ব্যাটিং লাইন-আপ। দলের পক্ষে চন্দ্রেশ সর্বোচ্চ ৩০ রান (৩৫ বল) এবং মহম্মদ আলবাহার ১৪ রান করলেও বাকিরা ছিলেন ব্যর্থ। মাত্র ২৭.৩ ওভারে ৮৯ রানেই অল-আউট হয়ে যায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।ওল্ড প্লে সেন্টারের হয়ে বল হাতে আগুন ঝরান রাজেশ কুমার ভারতী ও রোহন বিশ্বাস। রাজেশ ৯.৩ ওভারে মাত্র ১৯ রান খরচ করে ৪টি উইকেট দখল করেন। সমসংখ্যক উইকেট পান রোহন বিশ্বাসও (৪/২৮)।সহজ জয় ওল্ড প্লে সেন্টারের। ৯০ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৮.৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ওল্ড প্লে সেন্টার। দলের পক্ষে দিপায়ন দেববর্মা অপরাজিত ৩০ রান (২২ বল) এবং রোহন বিশ্বাস অপরাজিত ১৭ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে চন্দ্রেশ ও দেবপ্রসাদ সিনহা ২টি করে উইকেট নিলেও হার এড়াতে তা যথেষ্ট ছিল না। টুর্নামেন্টে এটি ছিল ওল্ড প্লে সেন্টারের চতুর্থ ম্যাচ। ৪ ম্যাচের মধ্যে এটি তাদের দ্বিতীয় জয়। এর আগে কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে ১৪১ রানের বিশাল জয় পেলেও ইউনাইটেড বিএসটি এবং পোলস্টারের কাছে হারতে হয়েছিল তাদের। আজকের এই জয় দলটিকে টুর্নামেন্টে পুনরায় অক্সিজেন জোগাবে।সংক্ষিপ্ত স্কোর:ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস: ৮৯/১০ (২৭.৩ ওভার) - চন্দ্রেশ ৩০, আলবাহার ১৪। রাজেশ ৪/১৯, রোহন ৪/২৮।ওল্ড প্লে সেন্টার: ৯০/৪ (১৮.৩ ওভার) - দিপায়ন ৩০*, রোহন ১৭*। চন্দ্রেশ ২/২৫, দেবপ্রসাদ ২/৪৮।ফল: ওল্ড প্লে সেন্টার ৬ উইকেটে জয়ী।ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: রাজেশ কুমার ভারতী।

আমেরিকায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে চায় না ইরান নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কায় ম্যাচ সরাতে ফিফাকে অনুরোধ

ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে জটিলতা বাড়তে শুরু করেছে। আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে রাজি নয় ইরান। তাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি মেক্সিকোয় সরিয়ে দেওয়ার জন্য ফিফাকে অনুরোধ করল ইরানের ফুটবল সংস্থা। বিশ্বকাপের বেশি ম্যাচ আয়োজন করতে রাজি মেক্সিকোও।

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো সঙ্কট ফুটবল বিশ্বকাপে। ভারতে ক্রিকেটার, কর্তা, সমর্থকদের নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে, এই দাবিতে লিটন দাসদের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ফুটবলারদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় আমেরিকা থেকে ম্যাচ সরিয়ে দেওয়ার জন্য ফিফাকে অনুরোধ করল ইরানের ফুটবল সংস্থা।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, “আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের ফুটবল দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না। তিনি ঘুরিয়ে ইরানের ফুটবল দলকে আমেরিকায় যেতে বারণ করেছেন। বিষয়টা উদ্বেগের। আমরা ফিফার সঙ্গে কথা বলছি। আমাদের ম্যাচগুলো আমেরিকা থেকে সরিয়ে মেক্সিকোয় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।” তাজ নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি করেননি। মেক্সিকোয় অবস্থিত ইরানের দূতাবাসের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করেছেন। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি ইরানের খেলার কথা লস অ্যাঞ্জেলস এবং সিয়াটেলে।

কয়েক দিন আগে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, “বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।” জবাবে ইরানের ফুটবল দলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়, “বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের সুবাদে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। ইচ্ছা হলেই কেউ ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।”

অন্য দিকে, ইরানের প্রস্তাব লুফে নিয়েছে মেক্সিকো। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাম বলেছেন, “আমাদের কোনও সমস্যা নেই। ইরানের সব ম্যাচ আয়োজন করতে আমরা প্রস্তুত। বিশ্বকাপের উদ্যোক্তারা ম্যাচে কেন্দ্র পরিবর্তন করতে রাজি হলেই আমরা সব ব্যবস্থা করে ফেলব।”

ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথ সামরিক হামলা চালাচ্ছে ইরানে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। ইরান-আমেরিকা সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি ফুটবল বিশ্বকাপের উপরও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

বোলারদের দাপটে বাজিমাত মৌচাকের চার উইকেটে হারালো বিসিসি-কে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল ‘এ’ ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে জয়ের সরণিতে ফিরলো মৌচাক ক্লাব। বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ১৫তম ম্যাচে বিসিসি-কে ৪ উইকেটে হারিয়ে আসরে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেও মৌচাক বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে মাত্র ১১০ রানেই গুটিয়ে যায় বিসিসি-র ইনিংস।সকালে টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে বিসিসি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন অধিনায়ক তনয় মণ্ডল (৪১ বল)। সন্দীপন দাসের ব্যাট থেকে আসে ১৯ রান। মৌচাকের বোলারদের মধ্যে প্রবাত যাদব বিধ্বংসী বোলিং করে মাত্র ১৯ রান দিয়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন সাকলাইন হালদার ও শাহিন জামান চৌধুরী, যারা যথাক্রমে ৩টি ও ২টি উইকেট নেন। ৩২.৫ ওভারেই ১১০ রানে শেষ হয় বিসিসি-র ইনিংস।১১১ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মৌচাকও কিছুটা চাপে পড়েছিল। তবে প্রীতম দাসের ২৫ ও কিষাণ মুড়াসিংয়ের ঝোড়ো ২২ রানের ওপর ভর করে ২৩.৪ ওভারেই ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় মৌচাক (১১২/৬)। বিসিসি-র পক্ষে অনুভব ২ টি উইকেট নিলেও তা পরাজয় এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।এটি ছিল মৌচাকের চতুর্থ ম্যাচ। ৪ ম্যাচের মধ্যে ২টিতে জয় ও ২টিতে হারের মুখ দেখল তারা। এর আগে পোলস্টার ও চলমান সংঘের কাছে হারলেও, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও বিসিসি-র বিরুদ্ধে জয় তাদের পয়েন্ট টেবিলে সুবিধাজনক অবস্থায় রাখবে।সংক্ষিপ্ত স্কোর:বিসিসি: ১১০/১০ (৩২.৫ ওভার) - তনয় ২৭, সন্দীপন ১৯। প্রভাত ৪/১৯, সাকলাইন ৩/৩৩।মৌচাক: ১১২/৬ (২৩.৪ ওভার) - প্রীতম ২৫, কিষাণ ২২। অনুভব ২/৩২।ফল: মৌচাক ৪ উইকেটে জয়ী।ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: সাকলাইন হালদার।

ভিনির জোড়া গোলে সিটিকে উড়িয়ে দিল রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পিএসজি-আর্সেনালও

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের দাপট অব্যাহত। ভিনিসিয়াস জুনিয়রের জোড়া গোলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল স্পেনের ক্লাব। অন্যদিকে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁর কাছে দু’লেগ মিলিয়ে ৮ গোল হজম করল চেলসি। শেষ আটে পৌঁছল আর্সেনালও। অনবদ্য কামব্যাক করে পরের রাউন্ডে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ছোটবেলার ক্লাব স্পোর্টিং লিসবন।

প্রথম পর্বের ম্যাচে পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ইংল্যান্ডের মাঠে ফিরতি ম্যাচে প্রথম দলে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহামরা। কিন্তু ভিনিসিয়াস একাই একশো। একে তো গোলের পাহাড় টপকানোর চাপ, তার উপর ২০ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যান সিটির মিডফিল্ডার বার্নার্দো সিলভা। পেনাল্টি থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনি। ৪১ মিনিটে আর্লিং হালান্ড সমতা ফেরান। কিন্তু ১০ জনের সিটির পক্ষে আর কামব্যাক করা সম্ভব হয়নি। বরং ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ফের গোল করেন ভিনি। সব মিলিয়ে রিয়াল জিতল ৫-১ গোলে।

অন্যদিকে দু’লেগ মিলিয়ে চেলসিকে ৮-২ গোলে হারাল পিএসজি। প্রথম লেগে ৫-২ গোলে এগিয়ে ছিল লুইস এনরিকের দল। ইংল্যান্ডে এসেও একতরফা ম্যাচ হল। ৬ মিনিটে চেলসি ডিফেন্সের ভুল কাজে লাগিয়ে গোল করেন কিভিচা কাভারাস্কেইয়া। ঠিক ৮ মিনিট পরে ব্যবধান বাড়ান ব্র্যাডলি বারকোলা। ৬২ মিনিটে ৩-০ করেন সেনি মায়ুলু। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কখনও ২ লেগ মিলিয়ে ৮ গোল হজম করেনি চেলসি। নতুন কোচ লিয়াম রোজেনিওরের অধীনে লজ্জার রেকর্ডের পর দল ছাড়তে তৈরি এনজো ফার্নান্দেজের মতো তারকারা।

তবে ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব আর্সেনাল সহজেই হারাল বায়ার লেভারকুসেনকে। প্রথম পর্বের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। ঘরের মাঠে ২-০ গোলে জিতল আর্সেনাল। গোল করলেন এবারেচি এজে ও ডেক্লান রাইস। অন্যদিকে নাটকীয় ম্যাচে শেষে আটে উঠল স্পোর্টিং লিসবন। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একাধিক বড় ক্লাবকে হারিয়ে চমকে দিয়েছে নরওয়ের ক্লাব বোডো/গ্লিমট। শেষ ষোলোর প্রথম পর্বে তারা লিসবনকে ৩-০ গোলে হারায়। কিন্তু ফিরতি পর্বে ৫ গোল হজম করল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩ গোল করে লিসবন। অতিরিক্ত সময়ে বাকি দু’টি গোল করে শেষ আটে উঠল পর্তুগালের ক্লাব।

টিএফএ-এর কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু ২৫শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২৫ মার্চ থেকে। এবারকার আসরে মোট ১৭টি দল অংশ নিচ্ছে। চারটি গ্রুপে দলগুলোকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তিনটি গ্রুপে চারটি করে দল এবং একটি গ্রুপে পাঁচটি দলকে রাখা হয়েছে। লীগ পর্যায়ে মোট ২৮ টি ম্যাচ হবে। ৮ এপ্রিল গ্রুপ ডি পর্যায়ের ম্যাচ শেষে ৯ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ১১ এপ্রিল সেমিফাইনাল ম্যাচের পর ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। মূল পর্বের খেলা গুলো হবে নকআউট পর্যায়ের। টুর্নামেন্টের প্রতিটি খেলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও উদ্বোধনী দিনে রাখা হয়েছে একটি ম্যাচ। ২৫ মার্চ বেলা সাড়ে তিনটায় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার এবং আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে এবার শুরু হবে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।। টিএফএ-র পক্ষ থেকে বিশেষ করে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেব আজ চূড়ান্তভাবে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি ম্যাচ ৩০-১০-৩০ মিনিট মেথডে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিঙ্গেল লিগ কাম নকআউট কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য টিএফএ-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় যাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, খেলোয়ারদের জন্ম তারিখ ১-১-২০১১ থেকে ৩১-১২-২০১২ এর মধ্যে হতে হবে। সে অনুযায়ী খেলোয়ারদের অবশ্যই বার্থ সার্টিফিকেট ও আধার কার্ডের কপি যথাসময়ে জমা দিতে হবে বলে টিএফএ থেকে জানানো হয়েছে।

রোহিত কি এ বারও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার? আইপিএল শুরুর ১১ দিন আগে শর্মাকে নিয়ে পরিকল্পনা জানালেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচ জয়বর্ধনে

গত আইপিএলে রোহিত শর্মাকে অধিকাংশ ম্যাচেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রাক্তন অধিনায়ককে দিয়ে শুধু ব্যাটিং করানো হয়েছিল। আইপিএল শুরুর ১১ দিন আগে রোহিতকে নিয়ে এ বারের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মুম্বইয়ের কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। ওজন কমিয়ে এখন অনেক বেশি ফিট রোহিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রানও পেয়েছেন। তা-ও কি এ বার পুরো সময় মাঠে রাখা হবে না ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে? এই প্রশ্নের উত্তরে জয়বর্ধনে বলেছেন, “গত বছর রোহিতের কিছু ছোট চোট ছিল। তাই ওর উপর বেশি চাপ দিতে চাইনি আমরা। ওকে অধিকাংশ ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছিলাম। রোহিত মাঠে থাকুক বা না থাকুক, দলে ওর প্রভাব প্রচুর। এ বার আমরা ওকে যতটা সম্ভব বেশি সময় মাঠে রাখার চেষ্টা করব।”

মুম্বইয়ের অনুশীলনে চেনা মেজাজে দেখা যাচ্ছে রোহিতকে। আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। অনুশীলনে বড় বড় শট মারছেন। তাঁর বেশ কিছু শট ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে গিয়েও পড়েছে। ফিট এবং ফর্মে থাকা রোহিতকে দেখে খুশি জয়বর্ধনেও।

মুম্বই দলে এ বার বেশ কয়েক জন অলরাউন্ডার থাকায় জয়বর্ধনের হাতে বিকল্প বেশি। ম্যাচের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ব্যবহার করতে চান। তিনি বলেছেন, “আমরা বোলার বা ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলতে পারি। ম্যাচের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাঠে কাকে বেশি প্রয়োজন, সেটা বিবেচনা করা দরকার।” তিনি আরও বলেছেন, “এ বার আমাদের দলে বেশ কয়েক জন অলরাউন্ডার রয়েছে। ওরা ব্যাট, বল দুটোই ভাল করে। মাঠে অধিনায়কের হাতে বেশ কিছু বিকল্প থাকবে। আমরা প্রতিপক্ষের শক্তি বিচার করে প্রথম একাদশ নির্বাচন করব। ম্যাচের পরিস্থিতি বিচার করে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নির্বাচন করতে হবে। আমাদের দলে দু’জন অলরাউন্ডার নয়। একজন রোহিত। আর দ্বিতীয় জন সূর্যকুমার যাদব। দু’জনেই দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আমাদের আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।”

এ বারের আইপিএলে মুম্বইয়ের প্রথম ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। ২৯ মার্চ ঘরের মাঠে খেলবে হার্দিক পাণ্ড্যের দল।

আইপিএলের আগেই দিল্লি শিবিরে রদবদল, ওপেনার থেকে এবার নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুলকে

নয়াদিল্লি: লখনউ সুপারজায়ান্টস ছেড়ে গত মরশুমেই যোগ দিয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসে। ১৪ কোটি টাকা মূল্যে দিল্লি দলে নিয়েছিল কে এল রাহুলকে। গত মরশুমে ব্যাট হাতে দিল্লির জার্সিতে ১৩ মাচে মোট ৫৩৯ রান করেছিলেন। ডানহাতি ব্যাটার মিডল অর্ডারে দিল্লি ব্যাটিং লাইন আপের স্তম্ভ। প্রথম দিনে কিছু মাচে ওপেনে নামলেও পরে মিডল অর্ডারেই সফল হয়েছিলেন রাহুল। তবে আসন্ন আইপিএল মরশুমে বদলে যেতে পারে রাহুলের ভূমিকা। তাহলে কি আগামী মরশুমে ক্রিকেটার হিসেবে আর দেখতে পাওয়া যাবে না কর্ণাটকী ক্রিকেটারকে?দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে খবর, ক্রিকেটার হিসেবেই রাহুল নামবেন মাঠে, তবে দায়িত্ব বাড়তে পারে তাঁর। আগের মরশুমে অক্ষর পটেল ক্যাপ্টেন্সি করতে দেখা গিয়েছে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে রাহুল যখন দিল্লি শিবিরে যোগ দিলেন, তখন তিনিই হয়ত নেতৃত্বভার সামলাবেন। কিন্তু গত মরশুমে রাহুল নিজেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নেতৃত্বভার তিনি নিতে চান না। তবে অন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। গত মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের উইকেট কিপার হিসেবে দেখা গিয়েছিল অভিষেক পোড়েলকে। বাংলার তরুণ ক্রিকেটার উইকেট কিপার হিসেবে খুব একটা ব্যর্থ হননি। কিন্তু আগামী মরশুমে রাহুলকেই হয়ত উইকেট কিপার হিসেবে দেখা যাবে। গত কয়েক বছরে দেশের জার্সিতেও বিভিন্ন ফর্মাটেই এই দায়িত্ব পালন করেছেন রাহুল। ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে তো প্রায় পুরো টুর্নামেন্টেই রাহুল ছিলেন উইকেটের পেছনে। এবার আইপিএলেও সেই ভূমিকায় দেখা যাবে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারকে। একই সঙ্গে ওপেন করতেও দেখা যাবে রাহুলকে।গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেশের জার্সিতে খেলেননি রাহুল। তাঁকে নির্বাচকরা স্কোয়াডেই রাখেননি। উইকেট কিপার হিসেবে সঞ্জু সামসন ও ঈশান কিষাণ সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে কুড়ির ফর্মাটেও রাহুলের রেকর্ড কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়। দিল্লি আগামী আইপিএল মরশুমে তাদের অভিযান শুরু করবে আগামী ১ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধেই। যে দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন একটা সময় রাহুল। এরপর ৪ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে খেলবে দিল্লি। এরপর ৮ এপ্রিল গুজরাতের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরের মাঠে খেলবে কে এলের দল। ১১ এপ্রিল সিএসকে মাচ রয়েছে।গত মরশুমে প্রথম অর্ধে দিল্লি বেশ ভাল খেলেছিল। কিন্তু পরের অর্ধে পরপর হার তাদের খেতাবের দৌড় থেকে পিছিয়ে দেয়। মুস্তাফিজুর রহমানের বিকল্প খুঁজে পাওয়ার দিনই ধাক্কা খেল কেকেআর। অলৌকিক কিছু না হলে আসন্ন আইপিএলে হর্ষিত রানাকে পাওয়া যাবে না। ফলে বোলিং বিভাগ অনেকটাই কমজোরি হয়ে গেল তাঁদের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ চোট পান হর্ষিত। সেই চোট এখনও সারেনি। গত ৯ ফেব্রুয়ারি অস্ত্রোপচার হয় হর্ষিতের। ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’র দাবি, আইপিএলের মধ্যে তিনি সুস্থ হতে পারবেন না। ২০২৪-এ কেকেআরের ট্রফিজয়ী মরসুমে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন হর্ষিত। তিনি ১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। এর পর ভারতের সব ফরম্যাটের দলেই খেলে ফেলেছেন। কোচ গৌতম গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার তিনি। ২০২৫ মরসুমের আগে তাঁকে চার কোটি টাকায় ধরে রাখা হয়েছিল। গত বছর ১৩টি ম্যাচে ১৫টি উইকেট নিয়েছিলেন।কেকেআর এখনও বিকল্প ক্রিকেটারের নাম ঠিক করে উঠতে পারেনি। এই মুহূর্তে তাঁদের হাতে ভারতীয়দের মধ্যে আকাশ দীপ, বৈভব অরোরা, উমরান মালিক এবং কার্তিক ত্যাগী রয়েছেন। বিদেশিদের মধ্যে ব্লেসিং মুজারাবানি এবং মাথিশা পাথিরানা (তিনিও চোটে, যা এখনও সারেনি) রয়েছেন। কেকেআরের এক সূত্র ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’কে বলেছেন, “হর্ষিতকে আইপিএলে পাওয়া যাবে না। তবে বাকি বোলারদের কাছে সুযোগ নিজেদের মেলে ধরার।”আকাশ মাধোয়াল, সিমরজিৎ সিংহ এবং চেতন সাকারিয়ার মধ্যে কাউকে বিকল্প হিসাবে নিতে পারে কেকেআর। তিন জনেই ছোট নিলামে দল পাননি। তবে আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 45/EE/MCD/PWD(B)/ 2025-26, Dated: 16-03-2026

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(B), ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura invites online percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 03.00 PM on 23-03-2026 for the following works:-

D'NIe-T No.: CE (Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/94/2025-26.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 8132889463 (M) // 9436460369 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4910/26

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(B)
ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

নতুন মরশুমের জন্য জার্সি উন্মোচন কেকেআরের, ১৮ বছরের ‘ইতিহাস’ গায়ে চাপিয়ে নামবেন নাইটরা

আইপিএল শুরু হতে আর মাত্র দু’সপ্তাহ। ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি শুরু করেছে দলগুলি। এবার আসন্ন মরশুমের জন্য জার্সি উন্মোচন করল নাইটরা। চিরাচারিত বেগুনি-সোনালি রংয়ের উপর তৈরি জার্সিতে এবারে ‘লিগ্যাসি’র লাইন জুড়েছে কেকেআর।

জার্সির মূল রং বেগুনি। উপর বেগুনি রংয়েরই সুনিপুণ দাগ কাটা। এই দাগগুলিকে বলা হচ্ছে একেকটা লাইন অফ লিগ্যাসি। অর্থাৎ গত ১৮ বছরের আইপিএলে নাইটদের ইতিহাসের স্মরণীয় সব মুহূর্তর জন্য ওই একেকটি লাইন টানা হয়েছে বলে দাবি নাইট শিবিরের। গত বারের জার্সির তুলনায় এবারের জার্সির রং কিছুটা গাঢ়। আগের বারের কার্সিতে সোনালি রংয়ের ‘বর্ডার’ লাইন অনেকটা সরু ছিল। এবার সেটা একটু মোটা। তাছাড়া জার্সির সামনে ৩টি স্টার আঁকা রয়েছে। যা কেকেআরের ৩ বারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় প্রতীক। নাইটদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সমর্থকরা জার্সি কিনতে পারবেন।

এবারের আইপিএলে কেকেআরের যাত্রা শুরু আগামী ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই ম্যাচে নামার আগে বোলিং বিভাগ নিয়ে বেশ চাপে কেকেআর। আইপিএল নিলামে বেশ যত্ন নিয়েই বোলিং বিভাগ সাজিয়েছিল নাইটরা। কিন্তু বিপদ বেঁধেছে চোট-আঘাতে। রাজনৈতিক বিতর্কে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানকে। শুক্রবারই জানা গিয়েছে এই মরশুমে খেলবেন না হর্ষিত রানাও। আর বিশ্বকাপের মাঝপথে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠের বাইরে মাথিশা পাথিরানা। তিনি কবে ফিরবেন কেউ জানেন না। ফলে বৈভব, উমরান, আকাশ দীপদের সঙ্গে নাইটদের এখন ভরসা ব্লেসিং মুজারাবানি। শুক্রবারই তাঁকে সই করিয়েছে কেকেআর।

আফ্রিকায় আজব বিচার! ফাইনালের দু’মাস পর সেনেগালের থেকে শিরোপা কেড়ে নয়া চ্যাম্পিয়ন মরক্কো

মাস দুয়েক আগে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস জিতেছিল সেনেগাল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নের শিরোপা সাদিও মানেদের থেকে কেড়ে নিল আফ্রিকার ফুটবল সংস্থা। এবার তারা চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে মরক্কোকে। যাদেরকে ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়েছিল সেনেগাল। ম্যাচে প্রচুর নাটক হয়। তার দু’মাস পরও নাটক অপেক্ষা করে ছিল, তা কে জানত।

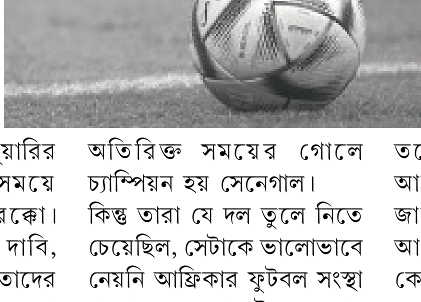

চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারির ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি পেয়েছিল মরক্কো। কিন্তু সেনেগালের দাবি, পেনাল্টি অন্যায্য। বরং তাদের প্লেয়ারকেই আগে ফাউল করা হয়েছে। প্রতিবাদ শুরু করে সেনেগাল। কোচ পাপে দিয়াউ দল তুলে নেন। সেনেগালের প্লেয়াররা ড্রেসিংরুমে ফিরেও যান। শুধু একজন বাদে। তিনি সাদিও মানে। অধিনায়কের নির্দেশে প্লেয়াররা মাঠে ফিরে আসেন। মরক্কোর ব্রাহিম দিয়াজ পেনাল্টি মিস করেন এবং অতিরিক্ত সময়ের গোলে চ্যাম্পিয়ন হয় সেনেগাল।

কিন্তু তারা যে দল তুলে নিতে চেয়েছিল, সেটাকে ভালোভাবে নেয়নি আফ্রিকার ফুটবল সংস্থা বা কাফ। মরক্কো ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকেও আপিল করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে কাফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেফারির অনুমতি ছাড়া দল তুলে নেওয়া বা মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত হারের সমান। সেক্ষেত্রে ওই দলকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাই সেনেগালকে প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কৃত ধরা হয়েছে। এবং মরক্কোকে ৩-০ গোলে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে দু’দলের প্লেয়ারদের জরিমানা করা হয়। তবে ম্যাচের ফলাফল বদল করা হয়নি। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে সেনেগাল এবার ক্রীড়া আদালতে যাবে কি না, তা জানা যায়নি। তার সিদ্ধান্ত আসতেও অন্তত একবছর কেটে যাবে। অনেকে মনে করছে, সেনেগালের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত অনৈতিক। মরক্কোকে চ্যাম্পিয়ন করতে যেন উঠেপড়ে লেগেছিল আফ্রিকার ফুটবল সংস্থা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্যে ৪.৮৭ লাখ ডিজিটাল রেশন কার্ড বিতরণ ঃ খাদ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ মার্চ: রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৮৭ লক্ষ রেশন কার্ডের সকল সদস্যের আধার, ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪৮৭ লক্ষ ডিজিটাল রেশন কার্ড তৈরি করে রেশন দোকানের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তর খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য রেশন কার্ডে নথিকৃত সকল সদস্যদের আধার ই-কে.ওয়াই.সি. প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক। ৪৮৭ লক্ষ ডিজিটাল রেশন কার্ড গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পর অবশিষ্ট ৫.০১ লক্ষ রেশন কার্ডের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৮৪ হাজার ১৫২টি রেশন কার্ডের ই-কে.ওয়াই.সি. প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, চাকরি। ব্যবসাসূত্রে বহিরাজ্যে অবস্থান, বাসস্থানের স্থানান্তর ইত্যাদি কারণে ১০০ শতাংশ ই-কে.ওয়াই.সি. সম্পন্ন করার কাজ কিছুটা দেরি হচ্ছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সকল ভোক্তা এখনও ই-কে.ওয়াইসি সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসেননি তাদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রচার করা হচ্ছে এবং স্থানীয় স্তরে জনপ্রতিনিধিদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ই-কে.ওয়াই.সি. প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সমস্ত ডিজিটাল রেশন কার্ড ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে খাদ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থায় যে কোনও ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা আনতে, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে সম্পূর্ণ গণবণ্টন ব্যবস্থার কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে সকল শ্রেণির রেশন কার্ড সম্পর্কিত তথ্যের ডিজিটাইজেশন এবং রেশন কার্ডে নথিভুক্ত সদস্যদের সাথে তাদের আধার নম্বর সংযুক্ত করা হয়। আধার নম্বরের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬২ হাজার রেশন কার্ড ভুয়ো হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ঐ সকল ভুয়ো রেশন কার্ডকে ২০১৮ সালে রেশন কার্ড ডাটাবেস থেকে বাতিল করা হয়।খাদ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে রেশন কার্ড স্তরে নথিভুক্ত সদস্যদের (ন্যূনতম একজন সদস্য) সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্তিকরণের কাজ প্রায় ১০০ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে নথিভুক্ত প্রত্যেক সদস্যদের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ৯৫ শতাংশ টার্গেট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অল্প কিছু সংখ্যক রেশন কার্ড সদস্যদের আধার নম্বরের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কাজ বাকি থাকলেও, যেহেতু সকল রেশন কার্ডে ন্যূনতম একজন সদস্যের সঙ্গে হলেও আধার সংযুক্ত রয়েছে এবং পাশাপাশি তাদের ই-কে.ওয়াই.সি. ভেরিফিকেশনও করা হচ্ছে অতএব বর্তমানে রাজ্যের রেশন কার্ড ডাটাবেস কোনও ধরনের ভুয়ো রেশন কার্ডের অস্তিত্ব নেই বলা যেতে পারে।

রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ড্রপ আউটের হার বর্তমানে শূন্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ মার্চ: রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) ড্রপ আউটের হার বর্তমানে শূন্য। এই ড্রপ আউটের হার শূন্য রাখার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। ড্রপ আউটের হার শূন্য রাখার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিপুণ ভারত মিশনকে সামগ্রিকভাবে সফল করার জন্য কর্মসূচি নেওয়ার পাশাপাশি শিশুদের সামাজিক ও মানসিক সুস্থতা এবং সামগ্রিক বিকাশের জন্য সহর্ষ ত্রিপুরা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিখন সহায়ক সামগ্রী, ছাত্রছাত্রীদের জন্য খেলার সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ইউ.ডি.আই.এস.ই, ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ড্রপ আউট সনাক্তকরণ, ডিজিটাল লার্নিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা, স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে শিক্ষক, অভিভাবক সম্মেলনের আয়োজন এবং বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফর্ম ও পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে।

গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

খোয়াই, ১৮ মার্চ: আবারও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল খোয়াই থানা-র পুলিশ। একটি ছোট মালবাহী গাড়ি আটক করে প্রায় ৯৬.৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল প্রায় ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ খোয়াই-কমলপুর জাতীয় সড়ক-এ নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় একটি দ্রুতগতির গাড়িকে থামার সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু চালক সেই সংকেত অমান্য করে দ্রুত গতিতে পালানোর চেষ্টা করে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পুলিশ গাড়িটির পিছু ধাওয়া করে এবং সিঙ্গিছড়া এলাকায় গাড়িটি রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চালক পালিয়ে যায়।

পরে কৃষ্ণধন সরকার-এর নেতৃত্বে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, তার খোয়াই থানায় যোগদানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য মিলছে।

ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে নেশা সামগ্রী পাচার, পুলিশের জালে ২ যুবক

আগরতলা, ১৮ মার্চ: কবিরাজ টিলা এলাকায় রুটিন যানবাহন তল্লাশির সময় ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে নেশা সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে এডি নগর থানা-র পুলিশের হাতে আটক হল দুই যুবক। তাদের মধ্যে একজন নাবালক হওয়ায় তার নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতোই রুটিন চেকিং চলাকালীন একটি বাইককে থামানোর জন্য সিগন্যাল দেয় পুলিশ। কিন্তু বাইকে থাকা দুই যুবক সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করে। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে আটক করতে সক্ষম হয়। তল্লাশিতে ধৃতদের কাছ থেকে একটি বাইক এবং প্রায় ১৪০ বোতল এসকফ (নেশাজাতীয় কফ সিরাপ) উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, তারা সম্পূর্ণ পার্সেল ডেলিভারি বয়ের মতো পোশাক ও ব্যাগ ব্যবহার করে এই নেশা সামগ্রী পাচারের চেষ্টা করছিল।

এ বিষয়ে অভিজিৎ মন্ডল জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পানীয় জলের তীব্র সংকটে নাজেহাল রামনগরের গ্রামবাসী, ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকা

আগরতলা, ১৮ মার্চ: চড়িলাম ব্লকের রামনগর ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রাম পদ পাড়ায় তীব্র পানীয় জলের সংকটে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকাটি অত্যন্ত উঁচু টিলা ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় বরাবরই পানীয় জলের সমস্যা প্রকট। প্রায় এক বছর আগে এলাকায় একটি পানীয় জলের মেশিন বসানো হলেও আজ পর্যন্ত তা চালু করা হয়নি। এমনকি ওই মেশিনে বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীরা জানান, বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে রামনগর ভিলেজ কমিটির কাছে আবেদন জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি বিশ্রামগঞ্জের ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের বিরুদ্ধেও উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমানে শুষ্ক মরসুম চলায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। পানীয় জলের অভাবে গ্রামবাসীদের কয়েক কিলোমিটার দূরে হেঁটে গিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অনেকেই পুকুরের জল ব্যবহার করে তেষ্টা মেটাতে বাধ্য হচ্ছেন, যা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার দুপুরে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। তাদের বক্তব্য, "অনেক ধৈর্য ধরেছি, আর নয়। দ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না হলে যেকোনো সময় রামনগর-বিশ্রামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করা হবে। আমাদের জল চাই, জল দিতে হবে।"

গ্রামবাসীরা আরও জানান, বর্তমানে চৈত্র মাস চলায় বাড়ির বিভিন্ন কাজকর্মে জলের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। বিশেষ করে সংক্রান্তি উপলক্ষে বাড়িতে বাড়িতে নানা কাজের জন্য জল অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় জল সংকট তাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও। এলাকাবাসীর দাবি, চড়িলাম ব্লক অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান জাকুলু দেববর্মা এলাকারই বাসিন্দা হলেও সমস্যার সমাধানে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

এমতাবস্থায়, দ্রুত পানীয় জলের মেশিন চালু করা এবং স্থায়ী সমাধানের দাবিতে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রামনগর ভিলেজের গ্রামবাসীরা।

ত্রিপুরা নগর ও পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করতে রাজ্যে এডিবি''র প্রতিনিধিদল

আগরতলা, ১৮ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার নেতৃত্বে নগর উন্নয়ন দপ্তর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)-এর সহায়তায় নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা নগর ও পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পের (টিইউটিডিপি) পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বর্তমানে ত্রিপুরা সফর করছে। দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন নগর উন্নয়নের প্রধান বিশেষজ্ঞ তমু উয়েদা, সরিন চুং এবং ভবেশ কুমার। এছাড়াও এই প্রতিনিধিদলে সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ সহ ম্যানিলায় অবস্থিত এডিবি''র সদর দপ্তর এবং ইন্ডিয়ান রেসিডেন্ট মিশনের সদস্যরা রয়েছেন। সফরকালে এডিবি দলটি ত্রিপুরার ১২টি শহরে চলমান কাজ পর্যালোচনা করছে এবং এডিবির সহায়তায় গড়ে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলোও পরিদর্শন করছে। এই কাজগুলো ত্রিপুরা নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (টুডা) এবং ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম (টিটিডিসিএল) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল দলটি সচিবালয়ে নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ও প্রকল্প অধিকর্তা ডা. মিলিন্দ রামটেক এবং টুডার কমিশনার-কাম-অতিরিক্ত প্রকল্প অধিকর্তা মিহির কান্তি গোপে-র সাথে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাতকালে পানীয়জল সরবরাহ, রাস্তা ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি এবং অবশিষ্ট ৮টি শহরের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানগুলোর উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই সফর রাজ্যের নগর পরিকাঠামো ও পর্যটনের উন্নয়নে এডিবির অব্যাহত সমর্থনকে তুলে ধরে। টুডা থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় সাংবাদিক নন্দন চক্রবর্তীর প্রয়াণে টিডব্লিউজেএ-র শোক

আগরতলা, ১৮ মার্চ: ত্রিপুরার সাংবাদিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য ও 'স্যন্দন' পত্রিকার সাংবাদিক নন্দন চক্রবর্তী আর আমাদের মধ্যে নেই। বুধবার ভোররাতে স্কুটি দুর্ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মনপাথর থানা-র রাজাপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার ও জোলাইবাড়ি এলাকার সাংবাদিকরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে যান। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ নিয়ে আসা হয় আগরতলার রামনগর-এ তাঁর নিজ বাড়িতে।

সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা প্রেস ক্লাব-এ, যেখানে সাংবাদিক ও সহকর্মীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। পরে 'স্যন্দন' পত্রিকা অফিসের সামনেও সহকর্মীরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় পাল, সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, সহ-সম্পাদক সুমন মহালনবীশ, কোষাধ্যক্ষ সুভাষ ঘোষ সহ অন্যান্য সদস্যরা মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ভূবনেশ্বরী টেলিভিশন-এর পক্ষ থেকেও প্রয়াত সাংবাদিককে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরবর্তীতে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বটতলা মহাশ্মশান ঘাটে, যেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা সেখানে উপস্থিত থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

হরিপুরে কৃষকদের জন্য বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ মার্চ: ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমার সহযোগিতায় বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত হরিপুর এলাকায় কৃষকদের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে উৎসাহিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মূলত বর্ষার আগেই কালো মাস কলাই ও অন্যান্য ডালশস্যের চাষকে কেন্দ্র করে হাতে-কলমে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঋষ্যমুখ কৃষি সেক্টরের অধীনে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ সাহা, সেক্টর অফিসার সমর দেব এবং ঋষ্যমুখ চেয়ারপারসন শম্ভুনাথ করসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

প্রশিক্ষণ শিবিরে কৃষকদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। বিশেষ করে বর্ষার পূর্বে কালো মাস কলাই ডালের সঠিক বপন পদ্ধতি, উন্নত মানের বীজ নির্বাচন, জমি প্রস্তুতি, সারের সঠিক প্রয়োগ এবং রোগ-পোকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সরাসরি প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা বাস্তবে এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে পারেন।

এই ধরনের উদ্যোগের মূল লক্ষ্য কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কম খরচে অধিক ফলন নিশ্চিত করা। এর ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকদের মতে, এ ধরনের প্রশিক্ষণ তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদ শিখে ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলনের প্রত্যাশা করছেন তারা।

প্রশিক্ষণ শেষে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকার বিভিন্ন কৃষিজমি পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তত্ত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও সহকারী অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ সাহা।

রইস্যাবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড, একটি দোকান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত

গন্ডাছড়া প্রতিনিধি, ১৮ মার্চ: গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত রইস্যাবাড়ীতে মঙ্গলবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ রইস্যাবাড়ি ৩৩ কেবি মৃত্যুঞ্জয় চৌমুহনীর একটি দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের মোট ১২টি দোকানে।

খবর পেয়ে রইস্যাবাড়ি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে কার্তিক মোহন ত্রিপুরার ভুসিমালের দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। দোকান মালিকের দাবি, এতে তার প্রায় এক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাইমাভ্যালী মন্ডলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। পাশাপাশি সরকারি সহায়তা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের তৎপরতায় বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্কুটি দুর্ঘটনায় সাংবাদিকের মর্মান্তিক মৃত্যু, শোকের ছায়া সংবাদমহলে

উদয়পুর, ১৮ মার্চ: স্কুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিক নন্দন চক্রবর্তী। গতকাল রাতে শান্তিরবাজার মহকুমার রাজাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, স্কুটিতে করে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রয়াত নন্দন চক্রবর্তীর বাড়ি আগরতলার রামনগর এলাকায়। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও এক সন্তান রেখে গেছেন।

এই আকস্মিক ঘটনায় সাংবাদিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন মহলের মানুষ নন্দন চক্রবর্তীর অকাল প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

হামলার পর হুমকি, নিরাপত্তায় পরিবার, জামিনে মুক্ত অভিযুক্ত, ন্যায়বিচারের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ মার্চ: উত্তর ত্রিপুরার শনিছড়া নদিয়াপুর এলাকায় গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ঘটে যাওয়া এক নৃশংস হামলার ঘটনায় এখনও আতঙ্ক কাটেনি আক্রান্ত পরিবারের। ওই ঘটনায় প্রাণ হারায় ৮ বছরের অমৃত সিনহা এবং গুরুতরভাবে আহত হন তার মা বিজয়া সিনহা।

অভিযোগ অনুযায়ী, স্কুল থেকে ফেরার পথে রেললাইনের নিচে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, যা গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঘটনার পর চুড়াইবাড়ি থানা-র পুলিশ অভিযুক্ত মদনগোপাল সিনহা ও তাপস সিনহাকে গ্রেফতার করলেও পরে তারা জামিনে মুক্তি পায়।পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই হামলা হয়েছে। ঘটনার মূলচক্রী হিসেবে অরুণকান্তি সিনহার নাম সামনে এলেও পুলিশ এখনও এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি।এদিকে, অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই আক্রান্ত পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারটিকে পুলিশি নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

মামলার অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে পরিবার দেবদাস বক্সি-কে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করেছে। পাশাপাশি, নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মানিক সাহা-র কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। এখন সবার একটাই প্রশ্নকবে মিলবে প্রকৃত ন্যায়বিচার।

সরকারি ভাতা মেলেনি, বৃদ্ধ বয়সে বিশালগড়ের নৃপেন্দ্র চন্দ্র সাহার আইসক্রিম বিক্রিই ভরসা

বিশালগড়, ১৮ মার্চ : বিশালগড়ের পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকার বাসিন্দা নৃপেন্দ্র চন্দ্র সাহা দীর্ঘদিন ধরে এলাকার এক পরিচিত মুখ। বছরের পর বছর তিনি বিভিন্ন স্কুলের সামনে আইসক্রিম বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। ছোট ছোট শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তার প্রতিদিনের কাজ।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে পরিস্থিতি। বয়সের ভারে এখন আর আগের মতো শারীরিক সক্ষমতা নেই তার। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে আইসক্রিম বিক্রি করা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বাজারে বড় বড় ব্র্যান্ডের আইসক্রিমের আগমনে তার হাতে তৈরি সাধারণ আইসক্রিমের চাহিদাও অনেকটাই কমে গেছে।

পরিবারের দায়িত্ব, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা সব মিলিয়ে বর্তমানে তিনি চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তবুও জীবিকার তাগিদে এখনও আইসক্রিম বিক্রি করে কোনোমতে সংসার চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

দুঃখজনকভাবে, এতদিন পরেও তিনি কোনো সরকারি ভাতা পাননি। তাই সরকারের কাছে তার একটাই আবেদন, বৃদ্ধ বয়সে কিছু আর্থিক সহায়তা বা ভাতা প্রদান করা হোক, যাতে জীবনের এই কঠিন সময়টুকু অন্তত কিছুটা স্বস্তিতে কাটাতে পারেন।

এলাকার বাসিন্দাদেরও দাবি, দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে জীবন কাটানো এই মানুষটির পাশে সরকার যেন দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঊনকোটি জেলায় জ্বালানির কোন সংকর নেই: জেলাশাসক

আগরতলা, ১৮ মার্চ : ঊনকোটি জেলায় জ্বালানির কোন সংকট নেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। গতকাল ঊনকোটি জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি বলেন, কুমারঘাট মহকুমায় বর্তমানে প্রায় ৭৭ হাজার লিটার পেট্রোল ও ৮০ হাজার লিটার ডিজেল মজুত রয়েছে। কৈলাসহর মহকুমাতেও পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের সরবরাহে কিছু সমস্যা থাকলেও গৃহস্থালির সিলিন্ডারে কোন ঘাটতি নেই। ফলে সাধারণ মানুষ কোন সমস্যায় পড়বেন না। কালোবাজারির বিরুদ্ধে মানুষকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্দেহজনক কোন কার্যকলাপ দেখলে দ্রুত ০৩৮২৪-২২২১৪৭ নম্বরে বা টোল-ফ্রি নম্বর ১০৭৭ এ জানাতে পারেন। তিনি আরও জানান, জেলা প্রশাসন জ্বালানির সরবরাহ ও মজুতের উপর নিয়মিত নজরদারি রাখছে। যাতে কোন ধরণের বিঘ্ন না ঘটে।

কাজলের মোমবাতির আলোয় আলোকিত গ্রামীণ অর্থনীতি

কল্যাণপুর, ১৮ মার্চ: অন্ধকারের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই চিরন্তন, আর সেই লড়াইয়ে আলো হয়ে পাশে থেকেছে মোমবাতি। আজ সেই মোমবাতিই বদলে দিচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতির চিত্র। কল্যাণপুর ব্লকের পূর্ব কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-এর তোতাবাড়ি এলাকার এক শিক্ষিত যুবক কাজল দাস গড়ে তুলেছেন আত্মনির্ভরতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সরকারি চাকরির অনিশ্চয়তায় যখন অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েন, তখন কাজল দাস সেই হতাশাকে শক্তিতে রূপান্তর করেন। প্রায় এক দশক আগে অল্প পুঁজি নিয়ে শুরু করেন মোমবাতি তৈরির ক্ষুদ্র উদ্যোগ। ধীরে ধীরে তাঁর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং পরিকল্পনার ফলে সেই উদ্যোগ আজ পরিচিত হয়েছে 'দাস এন্টারপ্রাইজ'-এর লোটাস ব্র্যান্ড হিসেবে, যার চাহিদা এখন ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় ছড়িয়ে পড়েছে।

মোমবাতির ব্যবহার আজ শুধু আলোর উৎসেই সীমাবদ্ধ নয়ধর্মীয় আচার, সামাজিক অনুষ্ঠান, জন্মদিন, সাজসজ্জা এবং আধুনিক রেস্তোরাঁ সংস্কৃতিতেও এর চাহিদা সমানভাবে রয়েছে। বিশেষ করে দীপাবলি-র সময় কাজলের কারখানায় বাড়তি ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। দিন-রাত পরিশ্রম করে বাজারের চাহিদা পূরণে কাজ চালিয়ে যেতে হয়।

এই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। বর্তমানে প্রায় ২০ থেকে ৩০টি পরিবারের মহিলারা এই কারখানায় যুক্ত রয়েছেন। সংসারের কাজের ফাঁকে কাজ করে তারা অর্জন করছেন আর্থিক স্বাবলম্বিতা, পাশাপাশি বাড়ছে আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনে কাজল দাস জানান, তাঁর এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। সরকারি সহায়তা ছাড়াই এই সাফল্য অর্জন তাঁর কাছে গর্বের। তবে তাঁর মতে, সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো নিজের পাশাপাশি এলাকার বহু পরিবারকে নিয়মিত আয়ের সুযোগ করে দেওয়া।

ইলেকট্রনিক আলোর যুগেও মোমবাতির প্রয়োজন কখনো শেষ হবে নাএমনটাই বিশ্বাস কাজলের। গুণগত মান ও সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য 'লোটাস ব্র্যান্ড' মানুষের আস্থা অর্জন করেছে বলে তিনি জানান।

ভবিষ্যতে সরকারি সহযোগিতা পেলে এই ক্ষুদ্র শিল্পকে বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রে রূপ দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কাজল দাস। পাশাপাশি আরও বেশি বেকার যুবক ও গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাঁর লক্ষ্য। কাজল দাসের এই উদ্যোগ নিঃশব্দে এক শক্ত বার্তা দিচ্ছেগ্রাম থেকেই শুরু হতে পারে আত্মনির্ভরতার বিপ্লব, যদি থাকে ইচ্ছাশক্তি, পরিশ্রম এবং নিজের ওপর অটল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas